এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ পরিবহণে বড় বদল আনার লক্ষ্যে নয়া পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং
আলিপুরে দঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বহুতলে অগ্নিকাণ্ড ৩

কলকাতা ১১ জুন ২০২৬ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৩৫৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.06.2026, Vol.19, Issue No. 358, 8 Pages, Price 3.00

সক্ষম অন্নদাতা, সমৃদ্ধ কৃষি

গত 12 বছরে পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়ে কৃষি বাজেট 1.40 লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে
জাতীয় প্রাকৃতিক কৃষি মিশন এবং পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনার আওতায় প্রায় 28 লক্ষ হেক্টর জমি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা জৈব চাষকে আরও উৎসাহ যুগিয়েছে
12 বছর বিশ্বাস, বিকাশ, জনকল্যাণের
Government of Bharat
CBC 0101/13/0007/2627

নেহরুর রেকর্ড ভেঙে শুভেচ্ছায় ভাসলেন মোদী

স্বপ্নপূরণের নরেন্দ্র-যুগ

নয়াদিল্লি, ১০ জুন: একটানা ভারতের 'দীর্ঘতম' সময়ের প্রধানমন্ত্রী থাকার রেকর্ড গড়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার এই নতুন নজির গড়ে তিনি বিশেষ বার্তা দিয়েছেন দেশবাসীকে। এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন সংস্কৃত শ্লোক। মোদীর বার্তা, যে রাজা বিনয়ী মনোভাব নিয়ে চলেন তাঁরই জয়জয়কার হয়। নতুন রেকর্ড গড়ার পর একাধিক রাষ্ট্রপ্রধান শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মোদীকে। সেই তালিকায় রয়েছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি-সহ অনেকেই।

দেশের দীর্ঘতম সময়ের প্রধানমন্ত্রী থাকার রেকর্ড এখনও রয়েছে জওহরলাল নেহরুর দখলে। তবে নির্বাচিত হয়ে একটানা সবচেয়ে বেশি সময়ের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকার নতুন নজির এদিন গড়েছেন মোদী। ১৯৫২ সালের ১৩ মে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন নেহরু। ১৯৬৪ সালের ২৭ মে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অর্থাৎ ৪,৩৯৮ দিন তিনি একটানা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অন্যদিকে, মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন ২০১৪ সালের ২৬ মে। তারপর থেকে একটানা প্রধানমন্ত্রী থেকেছেন তিনি, ৪,৩৯৯ দিনের জন্য।

নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে নিজে হাতে বাংলার ঝালমুড়ি তৈরি করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পরিবেশন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। (খবর সাতের পাতায়)

এদিকে, বুধবার এনডিএ সরকারের দ্বাদশ বর্ষপূর্তিতেই কংগ্রেসকে বেনজির তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর দাবি, কংগ্রেস দেশকে সবরকমভাবে পঙ্গু করে রেখেছিল। সেই নীতিপঙ্গুত্ব থেকে দেশকে বের করে এনেছে এনডিএ। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, কংগ্রেস আমাদের বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিল, এই দেশে দ্রুত উন্নয়ন হতেই পারে না। নিজেদের ব্যর্থতার নাম দিয়েছিল 'হিন্দু গ্রোথ রেট'।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অভিযোগ, 'কংগ্রেস আমলে উন্নয়নের গতি এতটাই মন্থর ছিল যে দেশবাসীকে বিশ্বাস করতে শেখানো হয়েছিল, এই দেশে দ্রুতগতিতে উন্নয়ন হওয়া সম্ভবই না। নিজেদের কম উন্নয়নের গতিকে ওরা নাম দিয়েছিল হিন্দু গ্রোথ রেট।' প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এটা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার পাশাপাশি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কলঙ্কিত করার চেষ্টা। মোদীর বক্তব্য, 'ব্যর্থতা ওদের। নীতিহীনতা ওদের। অথচ নাম দেওয়া হয়েছিল দেশের সংখ্যাগুরু জনতার নামে। যাতে কলঙ্ক একটা ধর্মের হয়।'

জানালেন, ২০১৪ সালে তিনি যখন প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেছিলেন তখন দেশ কংগ্রেসের কোটি টাকার দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত। কিন্তু আজকের ভারত সেই দুর্নীতি থেকে একেবারে মুক্ত। প্রধানমন্ত্রী জানালেন, ১৪০ কোটি মানুষের প্রত্যাশাপূরণে প্রাণপণ চেষ্টা করছে তাঁর সরকার। তিনি বলেন, 'দুর্নীতির একটা সিস্টেম গড়ে তুলেছিল কংগ্রেস। জালের মতো ছড়িয়েছিল এই সিস্টেম। দেশকে অসহায়তার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু সেই দুর্নীতি পেরিয়ে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ বিকশিত ভারতের স্বপ্ন দেখছে। এটা কোনও একজন ব্যক্তির স্বপ্ন নয়, গোটা দেশের স্বপ্ন। প্রত্যেকটা মুহূর্ত এই স্বপ্নপূরণের জন্য কাজ করা উচিত।'

কংগ্রেস জমানায় যেসব মানুষ দারিদ্রের শিকার ছিলেন, তাঁদের আর্থিক উন্নতি হয়েছে বলেও এদিন জানান প্রধানমন্ত্রী।

দিল্লিতে রাহুলের সঙ্গে অভিষেকের বৈঠক

অস্তিত্ব বাঁচাতে কি হাতে হাত মমতার?

নয়াদিল্লি, ১০ জুন: তৃণমূলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদদের বিদ্রোহ ও ধারাবাহিক ইস্তফার জেরে জেরবার তৃণমূল কংগ্রেস যখন দিল্লি ও রাজ্যে বড় সাংগঠনিক সঙ্কটের মুখে, ঠিক তখনই দিল্লিতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে বৈঠক করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকালে ১০ জনপথে এই বৈঠক ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে। সূত্রের দাবি, বিরোধী জোটের ভবিষ্যৎ কৌশল, সংসদীয় রাজনীতিতে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়।

এই বৈঠক দিল্লিতে এমন এক সময়ে হচ্ছে , যখন তৃণমূলের সাংসদ ও নেতাদের অধিকাংশ দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থান নিতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই একাধিক সাংসদের বিদ্রোহী শিবিরে যোগদানের জল্পনা তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায়-এর অবস্থান নিয়েও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। মঙ্গলবারই কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি-র সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অভিষেক-রাহুল বৈঠক হওয়ায় রাজনৈতিক তাৎপর্য আরও বেড়েছে। তৃণমূল সূত্রে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য না এলেও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, দলের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট মোকাবিলা এবং জাতীয় স্তরে বিরোধী ঐক্যকে সক্রিয় রাখার উদ্দেশ্যেই দিল্লিতে একাধিক রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। যদিও বিদ্রোহী সাংসদদের অবস্থান এবং সংসদে দলের শক্তি ধরে রাখাই এখন তৃণমূল নেতৃত্বের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

শোনা যাচ্ছে, বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তৃণমূলের ভবিষ্যৎ, সম্ভাব্য ভাঙন এবং বিরোধী রাজনীতির নতুন সমীকরণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে রাহুল এবং অভিষেকের মধ্যে। তৃণমূল সূত্র বলছে, কীভাবে বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ করে ইন্ডিয়া জোটকে আরও সুদৃঢ় করা যায়, সেটাও আলোচ্য বিষয় ছিল রাহুল ও অভিষেকের মধ্যে। একদিন আগে ঠিক এই ইস্যুতেই দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছেন সোনিয়া এবং মমতা। স্বাভাবিকভাবেই দুই দলের শীর্ষস্তরে পরপর আলোচনা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা অঙ্ক কষছে।

শোনা যাচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সদলবলে কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন। অথবা তৃণমূল কংগ্রেসকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারেন। কোনও কোনও মহলের বক্তব্য, মমতা ও অভিষেকের কংগ্রেসে যোগদান নিয়ে একপ্রস্ত আলোচনা হয়েছে দুই দলের নেতাদের শীর্ষস্তরের বৈঠকে। কংগ্রেসের তরফে নাকি মমতাকে সর্বভারতীয় স্তরে বড় পদ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অভিষেককেও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের মতো কোনও বড় পদের কথা ভাবা হয়েছে। যদিও তৃণমূল সূত্র এই ধরনের কোনও প্রস্তাবের কথা অস্বীকার করছে। কিন্তু তাতে জল্পনা থামছে না।

এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার জরুরি ভিত্তিতে দেশের সব রাজ্যের প্রদেশ সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকদের দিল্লিতে ইন্দিরা ভবনে বৈঠকে ডেকেছে কংগ্রেস। সাধারণত গুরুতর কোনও জাতীয় ইস্যু নিয়ে আলোচনা বা বড় কোনও সাংবিধানিক ঝাঁকুনির আগে এই ধরনের বৈঠক কংগ্রেস ডাকে। তড়িঘড়ি কয়েক ঘণ্টার নোটিসে বৈঠক ডাকা হয় না। আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে এই ধরনের বৈঠক ডাকা হয়।

ফিরলেন মমতা, ভাইপো দিল্লিতে

■৩ দিনের দিল্লি সফর সেরে কলকাতায় ফিরলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু দেখা গেল না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শোনা যাচ্ছে, কলকাতা ফেরার জন্য দিল্লি বিমানবন্দরে গিয়েও ফিরে গিয়েছেন তিনি। ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, নির্বাচনের আগে নানারকম হুমকি দিলেও এবার ভয়ে কাঁটা খোদ 'সেনাপতি'। সই জাল কাণ্ডে সিআইডির হাতে গ্রেপ্তারি এড়াতেই আরও একটা রাত রাজধানীতে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

সই জাল কাণ্ডে রক্ষাকবচ চেয়ে বুধবার অভিষেকের হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও জরুরি শুনানির আরজি খারিজ হয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার শুনানি হবে। শোনা যাচ্ছে, সেই কারণেই আজও কলকাতা ফিরলেন না তিনি। বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই কলকাতা ফেরার কথা ছিল অভিষেকের। দিল্লি বিমানবন্দরেও পৌঁছেছিলেন তিনি। পরবর্তীতে পরিস্থিতির জটিলতা বুঝে সিদ্ধান্ত বদল করেন। একাই কলকাতা ফেরেন মমতা। মনে করা হচ্ছে, আজ হাইকোর্টে রক্ষাকবচ দিলে তারপরই কলকাতা ফিরবেন 'যুবরাজ'। এখানে প্রশ্ন হল, যদি হাইকোর্টে রক্ষাকবচ না দেয়? সেক্ষেত্রে অভিষেকের পদক্ষেপ কী হবে, তা সময় বলবে।

বাংলার গৌরব ফেরানোই পাখির চোখ টিম শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের ঠিক একমাস পর নতুন মন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টন করল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দফায় দফায় দিল্লি নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে এই দপ্তর বন্টন চূড়ান্ত করেছেন। সূত্রের খবর মঙ্গলবার রাতেই রাজ্য মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত তালিকায় সীলমোহর পরে। সেই মতো বুধবার আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সমন্বয় শাখার তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তর, ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও উদ্বাস্তু ত্রাণ এবং পুনর্বাসন দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের দায়িত্ব নিজের কাছেই রেখেছেন। পাশাপাশি অন্য কোনও মন্ত্রীর কাছে বণ্টন না হওয়া দপ্তরগুলিও তাঁর অধীনেই থাকবে।

উল্লেখ্য, পালাবদলের পর বাংলার হৃতগৌরব ফেরানোই এখন পাখির চোখ টিম শুভেন্দুর। বাংলাকে আবার শ্রেষ্ঠত্বের জায়গায় নিয়ে যাওয়াই যে অগ্রাধিকার, সেই সুর এদিন শোনা গিয়েছে সব মন্ত্রীর কণ্ঠেই।

নতুন ৩৫ মন্ত্রীর দপ্তর বন্টনের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শপথ নেওয়া আগের ৫ মন্ত্রীকেও বাড়তি দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নিশীথ প্রামাণিক উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের পাশাপাশি জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তরেরও দায়িত্ব পেয়েছেন। খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের পাশাপাশি অশোক কীর্তনিয়ার হাতে গিয়েছে ও সমবায় দপ্তরের বাড়তি দায়িত্ব। দিলীপ ঘোষকে দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং কৃষি বিপণন দপ্তরের দায়িত্ব। ক্ষুদিরাম টুডু পেয়েছেন আদিবাসী উন্নয়ন, সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর। অগ্নিমিত্রা পলের হাতে পুর দপ্তরের পাশাপাশি নগরোন্নয়ন দপ্তর গিয়েছে।

দীপক বর্মনের দায়িত্বে থাকছে স্কুল শিক্ষা, আবাসন এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প ও বস্ত্র দপ্তর। তাপস রায় পেয়েছেন শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থা এবং অপ্রচলিত ও নবীকরণযোগ্য শক্তি দপ্তর। সংসদীয় বিষয়ক ও পর্যটন দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শঙ্কর ঘোষকে। বন ও পরিবেশ দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন মনোজ কুমার ওরাওঁ। শ্রম এবং পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন অর্জুন সিং। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ এবং গণশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের দায়িত্বে থাকবেন গৌরীশঙ্কর ঘোষ।

উচ্চশিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে। অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন ডা. কল্যাণ চক্রবর্তী। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডা. শারদ্বত মুখোপাধ্যায়কে। সেচ ও জলপথ দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন অরূপ কুমার দাস। জনস্বাস্থ্য কারিগরি এবং পূর্ত দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন ডা. অজয় কুমার পোদ্দার। কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন দুধকুমার মণ্ডল।

স্বতন্ত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে মালতী রাভা রায় পেয়েছেন নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি এবং কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ দপ্তর।

মুখ্যমন্ত্রী
শুভেন্দু অধিকারী: স্বরাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক, ভূমি এবং ভূমি সংস্কার, ত্রাণ এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ, তথ্য ও সংস্কৃতি, কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার, বণ্টিত না-হওয়া বাকি দপ্তর

পূর্ণমন্ত্রী
নিশীথ প্রামাণিক: উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন, জলসম্পদ উন্নয়ন
অশোক কীর্তনিয়া: খাদ্য ও সরবরাহ, সমবায়
দিলীপ ঘোষ: পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, কৃষি বিপণন
ক্ষুদিরাম টুডু: আদিবাসী ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন, মাদ্রাসা শিক্ষা
অগ্নিমিত্রা পাল: পুর ও নগরোন্নয়ন
দীপক বর্মণ: স্কুলশিক্ষা, আবাসন, ক্ষুদ্র-কুটির-মাঝারি শিল্প, বস্ত্র
তাপস রায়: শিল্প, বাণিজ্য, অচিরাচরিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, সরকারি উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন
শঙ্কর ঘোষ: পরিষদীয় বিষয়ক, পর্যটন
মনোজ ওরাওঁ: বন, পরিবেশ
অর্জুন সিং: শ্রম, পরিবহণ
গৌরীশঙ্কর ঘোষ: অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন, জনশিক্ষা প্রসার, গ্রন্থাগার
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়: উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন
স্বপন দাশগুপ্ত : অর্থ
কল্যাণ চক্রবর্তী: তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, উদ্যানপালন
শারদ্বত মুখোপাধ্যায়: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
অরূপকুমার দাস: সেচ ও জলপথ
অজয় পোদ্দার: জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পূর্ত
দুধকুমার মণ্ডল: কৃষি

স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী
মালতী রাভা রায়: নারী ও শিশুকল্যাণ, সমাজকল্যাণ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, স্বনিযুক্তি, প্রকল্প পর্যবেক্ষণ
রাজেশ মাহাতো: প্রাণিসম্পদ
ইন্দ্রনল খাঁ: ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ, উপভোক্তা বিষয়ক

প্রতিমন্ত্রী
জুয়েল মুর্মু: আদিবাসী উন্নয়ন, সেচ ও জলপথ
হরেকৃষ্ণ বেরা: উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন
আনন্দময় বর্মণ: পরিবহণ ও অর্থ
অশোক দিন্দা: কৃষিবিপণন, ক্ষুদ্র-কুটির-মাঝারি শিল্প, বস্ত্র
নদিয়ারচাঁদ বাউড়ি: পূর্ত, অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন
বিশাল লামা: স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক, সংখ্যালঘু উন্নয়ন, মাদ্রাসা শিক্ষা
শান্তনু প্রামাণিক: খাদ্য ও সরবরাহ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন
মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র: শিল্প-বাণিজ্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি
পূর্ণিমা চক্রবর্তী: তথ্য ও সংস্কৃতি, পর্যটন
কৌশিক চৌধুরী: স্কুলশিক্ষা, দমকল ও জরুরি পরিষেবা
ভাস্কর ভট্টাচার্য: জনস্বাস্থ্য কারিগরি
দিবাকর ঘরামি: সমবায় ও পরিবেশ
অমিয় কিস্কু: খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, উদ্যানপালন ও কৃষি
কলিতা মাজি: আবাসন
গার্গী দাস ঘোষ: বিদ্যুৎ, অচিরাচরিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি
বিরাজ বিশ্বাস: আইন, বিচারবিভাগীয়, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন
দীপঙ্কর জানা: ভূমি ও ভূমি সংস্কার, ত্রাণ এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, সুন্দরবন উন্নয়ন
সুমনা সরকার: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
উমেশ রাই: পরিষদীয় বিষয়ক, পুর ও নগরোন্নয়ন

ফের গ্রেপ্তার কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভায় কাউন্সিলরদের গ্রেপ্তারি চলছেই। এ বার পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারকে ধরল পুলিশ। কলকাতা পুরসভার ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বপন। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতিতেও ছিলেন তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২২ সালের ২ মে-র ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে মঙ্গলবার নারকেলডাঙা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তার ভিত্তিতে পুলিশ পদক্ষেপ করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগকারী এক মহিলা। খুনের চেষ্টা, শ্লীলতাহানি-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

রাজ্যসভায় ফের ধাক্কা, ইস্তফা সুস্মিতার

নয়াদিল্লি, ১০ জুন: মঙ্গলের পর ফের বুধবার রাজ্যসভায় ধাক্কা খেল তৃণমূল কংগ্রেস। এবার বুধবারের তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বিতীয় রাজ্যসভার সাংসদ পদত্যাগ করায় দলের অন্দরে নতুন করে রাজনৈতিক চাপ তৈরি হল। এর আগে দলের প্রবীণ সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়-এর পর বুধবার রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন সুস্মিতা দেব। পদত্যাগের পরই তিনি দিল্লিতে সাক্ষাৎ করেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে।

এইদিন রাজ্যসভার সাংসদ পদ ছাড়ার কথা ঘোষণা করে সুস্মিতা বলেন, তিনি তৃণমূলের সঙ্গে সমস্ত সাংগঠনিক সম্পর্কও ছিন্ন করছেন। অসমে দলের বিভিন্ন পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন বলে জানান তিনি। একইসঙ্গে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর কাজের প্রশংসা করে সুস্মিতা বলেন, জনসেবার লক্ষ্যেই তিনি ভবিষ্যতের রাজনৈতিক পথ নির্ধারণ করবেন।

হিমন্তের সঙ্গে বৈঠকে নতুন জল্পনা

২০২১ সালে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন সুস্মিতা। উত্তর-পূর্ব ভারতে সংগঠন বিস্তারের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়। পাশাপাশি তৃণমূল থেকে তাঁকে রাজ্যসভাতেও পাঠান হয়। তবে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর দলের ভিতরে অসন্তোষ ও ভাঙনের আবহ ক্রমশ প্রকট হয়। বুধবারের ঘটনায় রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিধানসভা, লোকসভা এবং এখন রাজ্যসভা, এই তিন ক্ষেত্রেই তৃণমূলের সাংগঠনিক সংকট একেবারে প্রকাশ্যে চলেছে এসেছে। এর আগে সুখেন্দুশেখর রায়ের পদত্যাগের পর সুস্মিতা দেবের ইস্তফা সেই সংকটকে আরও বাড়িয়ে দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভায় বর্তমানে ১৬টি আসন রয়েছে। তার মধ্যে তৃণমূলের দখলে থাকা আসনের সংখ্যা ইতিমধ্যেই কমেছে। সুস্মিতা দেব পদত্যাগ করার পর আরও একটি আসন শূন্য হল। যদিও ইতিমধ্যেই এই ফাঁকা আসনগুলোতে পুনরায় নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছে। বর্তমান বিধানসভার সংখ্যার নিরিখে শূন্য হওয়া আসনগুলিতে বিজেপির পক্ষেই থাকবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। যদিও সুস্মিতা দেব তাঁর পদত্যাগের কারণ নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি। তৃণমূল নেতৃত্ব সম্পর্কেও প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Masrura Bibi, W/o. Sekh Nasiruddin, D/o. Lutfur Rahman, R/o. Bhatua, Rajhat, Polba, Hooghly-712123, do hereby declare that I, Masrura Bibi & Masrura Khatun both are same & one identical person & also my father Lutfur Rahman, Sk. Lutfar, Lutfar Rahaman & Maulana Lutfoor Rahman all are same & one identical person which has been recorded in my all documents. My father's actual name Lutfur Rahman, which I want to rectify in my all documents, vide an affidavit no. 8282, dtd. 27/03/2026, sworn before Judicial Magistrate, Sadar Hooghly Court.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 01/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12782 নং এফিডেভিড বলে আমি Dilip Kumar Modak S/o. Ajit Kumar Modak ও Dilip Kr. Modak S/o. Lt. A. Kr. Modak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 02/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 135 নং এফিডেভিড বলে আমি Sanowar Mallick ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Khokan Mallick ও K Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 27/05/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8574 নং এফিডেভিট বলে আমি Meghnath Maiti S/o. Nilmani Maiti ও Megh Nath Maity S/o. N. Maity সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 10/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17723 নং এফিডেভিট বলে আমি Asfar Sarkar S/o. Late Golam Kibriya Sarkar, R/o. Bhastara Rathtala, Bhastara, Gurap, Hooghly-712303, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Asfar Sarkar & Sekh Asfar Sarkar এবং আমার পিতা Golam Kibriya Sarkar, Kibriya Sarkar & Golam Kibria Sarkar, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT

I Bipasha Biswas Karmakar w/o Rupam Karmakar d/o Panchanan Biswas residing at Vill, P.O.&PS Gopalnagar, Dist North 24 paragana Pin 743262 shall henceforth be known as Bipasha Biswas as declared in the court of the Ld. J.M. (1st class) at Bongaon Dist North 24 parganas vide affidavit no 5253 dated 9.06.2026. Bipasha Biswas karmakar and Bipasha Biswas both are same and identical person.

AFFIDAVIT

I, **MAHENDRA KUMAR SINGH** S/O Nagendra Singh residing at 1/57, Sundia Housing Estate, P.O. & P.S. - Jagatdal, Dist. - North 24 Parganas, PIN - 743125 do hereby declare vide affidavit serial number 116 dated 06.06.2026 in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore that my actual and correct name is MAHENDRA KUMAR SINGH and it is recorded in my Aadhaar Card. ATHARVA SINGH is my Son who was born on 05.10.2012 at BSGH but in his birth certificate being no. WB_BR_2012/20009/1/4074dated 26-11-2012 issued by Bhatpara Municipality, his name has been recorded as ATHARBA SINGH and my name as MAHENDRA SINGH inadvertently. ATHARVA SINGH and ATHARBA SINGH i.e. my Son is the same and one identical person. MAHENDRA KUMAR SINGH and MAHENDRA SINGH i.e. myself am the same and one identical person.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client intents to purchase the several lands described in the below schedule. Anybody having any claim, demand right title or interest in respect of the Schedule mentioned property or any part thereof share partition, sale mortgage, charge lease, len, lidense, tenancy, gift, charge, trust, earement, attachment possession or encumbrance or otherwise however or of any nature whatsoever is hereby required to make the same in writing to undersigned within seven days from the date of publication of this notice of this notice along with documentary proof thereof, failing which it will be presumed that there is no such claim and shall be deemed to have been given up or waived.

SCHEDULED

1. The piece of land and percel lying and situated at District Hooghly, PS- Bhadreswar, Mouza- Digra Mallickhati, JL NO-219, LR Khatian No-47, 229, 336, 448, 695, 846 and 856. **LR Dag No - 250, Area of Land 0.12 Kalabagan.**
2. Mouza - Digra Mallickhati, LR Khatian No-47, 229, 336, 448, 695, 846 and 856. **LR Dag No 271, Area of Land -0.41 Kalabagan.**
3. Mouza - Digra Mallickhati, LR Khatian No-47, 229, 336, 448, 695, 846 and 856. **LR Dag No 253, Area of Land 0.22 Kalabagan.**
4. Mouza - Digra Mallickhati, LR Khatian No-47, 229, 336, 448, 695, 846 and 856. **LR Dag No 252, Area of Land 0.26 Kalabagan.**
5. Mouza - Digra Mallickhati, LR Khatian No - 47, 229, 336, 448, 695, 846 and 856. LR Dag No 251. Area of Land 0.15 Kalabagan.

Golok Chandra Ghosh (Advocate)
Judges' Court, Hooghly

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ই জুন। বৃহস্পতিবার। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ। কমলা একাদশী তিথি। জন্মে মেষ রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র ও বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই, সন্ধ্যা ৬/৮ মিঃ পরে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপুণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ।বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক ভাব ।স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারী র সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি।রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ । শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীত জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে লাভ প্রাপ্তি।। বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈয্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : নৈরাশ্য হতাশা কিছুটা দুশ্চিন্তার জায়গায় থাকবে পরিবার-পরিজন এবং স্বজন বান্ধবদের সঙ্গে সতর্ক থাকুন। একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : আইনি বিষয়ে জটিলতা থাকবে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া শুভ। ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : আজকের দিনটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে চলতে হবে। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ

(প্রমথ নাথ বিশী র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস , কমলা একাদশী তিথি,)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

॥ আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমরা, শ্রী বাবলু কর্মকার, পিতা – বটকৃষ্ণ কর্মকার ও শ্রীমতি মায়ারানি কর্মকার, স্বামী – শ্রী বাবলু কর্মকার, সাং – বিবেকানন্দনগর, পোঃ – উদয়রাজপুর, থানা – মধ্যমগ্রাম, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনা, কোল – ৭০০১২৯, এর বাসিন্দা, বিগত ইং ৬ই জানুয়ারী ২০২২ সালে D.S.R.III বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০০৩৪৬ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল, ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে Consulate General of India New York, 2937320 No. Document দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার সোমা দত্ত, স্বামী – মৃত দীপক কুমার দত্ত এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি। যাহার মৌজা আব্দালপুর, জে.এল.নং ৫৩, R.S. ও L.R. দাগ ১৫, বর্তমান L.R. খতিয়ান ৪৭১৬। উক্ত খতিয়ান হইতে MN/2026/1503/12097 ও MN/2026/1503/12106 নং মিউটেশন কেস মূলে আমরা নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছি। উক্ত কেসে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. অফিসে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারেন।

বাবলু কর্মকার ও মায়ারানি কর্মকার, মধ্যমগ্রাম

TO WHOM IT MAY CONCERN PUBLIC NOTICE

This is to inform you that my client namely **GITA MAITRA**, W/o Debal Chandra Maitra, by faith - Hindu, residing at 42/97/4, New Ballygunge Road, Tiljala, Kolkata - 700039, is the owner of a Land measuring more or less 03 Cottahs 08 Chittacks 00 Sq.ft., Comprised of Mouza - Chak Kolar Khal, R.S. & L.R. Dag No. 35/158, L.R. Khatian No. 77 & 78, under P.S. - Previously Sonarpur Now Narendrapur, under Kheyadaha - II No. Gram Panchayat, District - South 24 Parganas and she intends to sell the said land, now my client wants to published a Public Notice regarding the same matter and during publication if any person desire to give any objection/opinion then Contact No. 9831295905 and the time period will be calculated within 10 days from the date of publication in the Newspaper.

HIGH COURT CALCUTTA
SOMNATH PAL (ADVOCATE)
CONTACT NO - 9831295905

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত।
ম্যাট স্যুট নং- ৬১/২০২৫
দরখাস্তকারী:- নন্দগোপাল দেবনাথ, -: বনাম :- প্রতিপক্ষ :- ঋতু রানী দেবনাথ

প্রতি:- **ঋতু রানী দেবনাথ**, স্বামী- নন্দগোপাল দেবনাথ, পিতা- দিলীপ দেবনাথ, সাং- তারনপুর, বামন পুকুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া। পিন- ৭৪১৩১৩। এতদ্বারা আপনাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী মাননীয় আদালতে আপনার বিরুদ্ধে উপরোক্ত মোকদ্দমাটি রুজু করিয়াছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে। আদালতের আদেশানুসারে,

প্রতিম চৌধুরী,
সেরেস্তাদার, নবদ্বীপ কোর্ট, ১০/০৬/২০২৬,
Bench Clerk, Addl. District & Sessions Judge, Nabadwip, Nadia

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমরা ১। নাজনিন বিবি এবং ২। মহঃ সিরাজুল গত ইং. ২৮.০৮.২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে I-৪১৮৮/২৪ দলিল মূলে জমি খরিদ করিয়াছি। উক্ত জমি আমাদের পূর্ববর্তী বিক্রেতা সাজিদ আলি এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর দলিল নং. I-৩৬০২/১৬ দ্বারা আমমোক্তার গ্রহীতা তরুন মিত্র, পিতা-রাজকুমার মিত্র, আমমোক্তার নং IV-১৫২/২০১৬ তাং ০৪.০৮.২০১৬ এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে খরিদ করিয়াছিলেন। তপশীল জমির পরিচয় ঃ জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং.-৪, এল.আর. খতিয়ান নং.-৯৩২০, এল.আর. দাগ নং.-৫৬৬, জমির পরিমান-০৩ কাঠা। উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বিএলআর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিনীত
নাজনিন বিবি
মহঃ সিরাজুল

এতদ্বারা জানানো যায়, আমরা গনেশ হাড়ি এবং বরখা হাড়ি গত ইং. ১০.০৪.২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে দলিল নং. ১৫৬৯/২০১৮-এ আমার বিক্রেতা বিশ্বনাথ ধোলে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর তারিখ ২৭.১০.২০১৪ আমমোক্তার নং. IV-৫৭১/২০১৪, আমমোক্তার গ্রহীতা আবু তাহির মন্ডলের নিকট হইতে নিম্নলিখিত তপশীল জমি খরিদ করিয়াছি। জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং.-৪, এল.আর. খতিয়ান নং.-১৯১৩, এল.আর. দাগ নং.-৬৬০, জমির পরিমান-০১ কাঠা।

উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বিএলআর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিনীত
গনেশ হাড়ি
বরখা হাড়ি

আমার মক্কেল পরম শিলা দেবী গুপ্তা, স্বামী মদন লাল গুপ্তা, সাং-১৭/১, বিদ্যাসাগর লেন, পোস্ট-নবগ্রাম, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২৪৬ গত ১৯.০৮.২০২৫ তারিখে উত্তরপাড়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৬৫০/২০২৫ নং দলিল মূলে ৩ কাঠা জমি ক্রয় করিয়াছেন যাহা বড়বহেড়া মৌজার অন্তর্গত হাল এল.আর. ২১৭৭ দাগের অর্ন্তভুক্ত। উক্ত জমির মধ্যে ১ কাঠা জমির পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডার শ্রীমতি ছন্দা চক্রবর্ত্তী, স্বামী গৌতম চক্রবর্ত্তী, সাং-পূর্তিনগর, ব্লক-এ, ফ্ল্যাট নং. ২ই, রাজারহাট মেন রাড, গোপালপুর শহর, পোস্ট-গোপালপুর, থানা-রাজারহাট, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৩৬ যাহা ২৪.০৭.২০২৩ তারিখে উত্তরপাড়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ৩৬১৪/২০২৩ নং. পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দলিলমূলে প্রাপ্ত। উক্ত তথ্য নামপত্তন সম্পর্কিত, কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকলে শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরে আগত ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

শ্রী সুতীর্থ বোস
এ্যাডভোকেট, শ্রীরামপুর কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল **মমতাজ পারভীন**, স্বামী **আক্তার রহিম**, সাং-পানি গোবরা, পোষ্ট - এওয়াজনগর, থানা- বসিরহাট, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং ৭৪৩২৯৩ স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছে। উক্ত **মমতাজ পারভীন** বিগত **ইংরাজী ২১.০২.২০১৯ তারিখে ১ নং বহির ১৫০২-২০১৯ নং ভল্যুমের ১৯৪৫৫ হইতে ১৯৪৭২ নং পাতাতে লিপিবদ্ধ ডি এস আর - ২ উত্তর ২৪ পরগনা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০০৬১৯ নং দানপত্র দলিল মূলে স্বামী আক্তার রহিম** – এর নিকট হইতে জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, থানা ও এ. ডি. এস. আর অফিস বসিরহাট, জে. এল নং – ২ এওয়াজনগর মৌজায় অবস্থিত হাল ৫৬৬০ নং দাগে ৩৪ শতক জমি প্রাপ্ত হয়। উক্ত আসল দলিলটি আমার মক্কেল অসাবধানতা বসত হারিয়ে ফেলেছেন এবং বিগত ইংরাজি **০৫.০৬.২০২৬ তারিখে মাতিয়া থানায় একটি জিডি করেছেন (জিডি নং – ৩১৮)।** এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকিলে বা উক্ত দলিলটি সম্পর্কে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন বক্তব্য, দাবী দাওয়া বা অভাব অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাইতে হইবে নতুবা পরবর্তী কালে কোন দাবি দাওয়া বাতিল ও নামাঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে। উক্ত দলিলটি দিয়ে কেহ কোন লেনদেন করিলে তাহা সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

কুনাল দাস (আইনজীবী)
জোড়াঘাট লেন, চুঁচুড়া, হুগলী,৭১২১০১,
মোবাইল : ৯৯০৩০৩৪০১০

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **ওবায়েদ উল হক**, পিতা মরহুম মহম্মদ সইদুল হক, সাকিম মহাদেবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়, বিগত ইং ২৬/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত দুইটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে যথাঃ ১) I-01536/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে **সাবিনা ইয়াসমিন হক**, স্বামী মরহুম আহসান উল হক, সাকিম মহাদেবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াকে এবং ২) I-01537/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে **সাফিয়া সুলতানা হক**, পিতা মরহুম মহঃ সফিউল হক, সাকিম মহাদেবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমমোক্তার গ্রহীতাদ্বয় **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মহাদেবপুর, ৪২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর ৯২৩ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর ৪৫১ নং দাগে শালি জমি, ষোল আনায় ৪৩ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ২১.৫ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতে পান্ডুয়া মাদ্রাসা দারুল উলুম-এর পক্ষে সেক্রেটারী হাজী মুন্সী **মহঃ কামরুল হুদা** পিতা মরহুম হাজী মুন্সী মহঃ নুরুল হুদা, সাকিম মহাদেবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়কে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে যথাঃ ১)বিগত ইং ১১/০৩/২০২৬ তারিখে I-01194/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সাবিনা ইয়াসমিন হক, ৮.৬ শতক সম্পত্তি এবং ২)বিগত ইং ১৬/০৩/২০২৬ তারিখে I-01235/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সাফিয়া সুলতানা হক, ৪.৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা পান্ডুয়া মাদ্রাসা দারুল উলুম-এর পক্ষে সেক্রেটারী **হাজী মুন্সী মহঃ কামরুল হুদা** পিতা মরহুম হাজী মুন্সী মহঃ নুরুল হুদা, উক্ত খরিদা সম্পত্তির নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)
চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ক) **১) গোলকেশ মজুমদার** পিতা ৺ব্যোমকেশ মজুমদার, **২)শ্রীমতী গায়েত্রী সেন** স্বামী শ্রী সুনীল সেন, **৩)শ্রীমতী জয়শ্রী সেন**, স্বামী শ্রী নীলাজ সেন, মহাশয়/মহাশয়া বিগত ইং ১৮/০৩/১৯৮১ তারিখে ডি.এস.আর., হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00200/1981 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, **খ)শ্রী অলকেশ মজুমদার** পিতা ৺ব্যোমকেশ মজুমদার, মহাশয় বিগত ইং ১৬/১১/১৯৯৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00103/1999 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, এবং **গ)১)শ্রীমত্যা স্বাতী মজুমদার** স্বামী ৺পুলকেশ মজুমদার, **২)শ্রী তীর্থাশীষ মজুমদার ও ৩)শ্রী শুভাশীষ মজুমদার**, ২/৩ এর পিতা ৺পুলকেশ মজুমদার, সকলের সাকিম ত্রিবেনী মুরারীপুর রোড, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৬/১১/২০১২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00229/2012 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, একুনে তিনটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী কৃষ্ণকেশ মজুমদার**, পিতা ৺ব্যোমকেশ মজুমদার, সাকিম - ত্রিবেনী মুরারীপুর রোড, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ০৮/০৫/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02896/2016 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী রাজীব দে** পিতা শ্রী অশোক দে, সাকিম বনমসজিদ পাড়া, নাড়ী, বর্দ্ধমান সদর, বর্দ্ধমান-৭১৩১০১ মহাশয়কে ০২ কাঠা বা ০.০৩৩ একর সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্রিবেনী বৈকুণ্ঠপুর, জে.এল. নং ৩৬, আর.এস. ১২৫২ তথা হাল এল. আর ২৩৮১, ২৩৮২, ২৩৮৪, ২৩৮৫, ২৩৮৬ ও ২৩৮৭ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৫৫২, ৬৯৮ নং তথা হাল.এল.আর. ৫৭৩ নং দাগে পুকুর পাড় ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে ০২ কাঠা বা ০.০৩৩ একর সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী রাজীব দে** পিতা শ্রী অশোক দে, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

বিজেপি করার অপরাধে ঘরছাড়া ১২ পরিবার, এক মাসেরও বেশি সময় ক্লাবই আশ্রয়স্থল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের খোসালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর গ্রামে তৃণমূলের অত্যাচারের জেরে ১২টি বিজেপি-সমর্থক পরিবার এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ঘরছাড়া বলেই অভিযোগ উঠেছে। নির্যাতিত পরিবারের সদস্যদের দাবি, গত ৫ মে থেকে প্রায় ৫০ জন বাড়িছাড়া অবস্থায় রয়েছেন। বর্তমানে তাঁরা সাঁকরাইলের কান্দুয়া এলাকার একটি ক্লাবে আশ্রয় নিয়েছেন।

ঘরছাড়া পরিবারগুলির অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী প্রভাকর পণ্ডিতের সমর্থনে প্রচার করার কারণে তাঁদের তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা নিশানা করেছে। তাঁদের দাবি, ভোটের ফল ঘোষণার পরদিন থেকেই স্থানীয় তৃণমূল-সমর্থিত দুষ্কৃতীরা তাদের উপর হামলা শুরু করে। প্রাণের ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন তাঁরা। ঘটনায় পিঁড়ো থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনও পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ পাওয়া যায়নি বলেও অভিযোগ নির্যাতিতদের।

পরিবারগুলির সদস্যদের দাবি, তৃণমূল দুষ্কৃতীরা হামলার সময় বাড়িতে ভাঙচুর চালায়, ঘরের সামগ্রী লুঠপাট করে, পাশাপাশি তাদের গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগিরও ক্ষতি করে। ফলে তাঁরা চরম আর্থিক ও সামাজিক সংকটের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছেন। ওই ক্লাবে আশ্রয় নেওয়া এক কলেজছাত্রী জানান, নিরাপত্তার অভাবে তাঁর পড়াশোনা কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অপর এক মহিলা অভিযোগ করেন, সন্তানদের আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে তাঁকে আশ্রয়ের খোঁজে ঘুরে বেরাতে হয়েছে। অত্যাচারিত ঘরছাড়া পরিবারগুলির অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতা পলাশ হাজরা। তিনি প্রশাসনের হস্তক্ষেপে দ্রুত তাঁদের নিরাপদে বাড়ি ফেরানোর দাবি তুলেছেন।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী প্রভাকর পণ্ডিত বলেন, তারা বিষয়টি পুলিশকে ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন । তাঁর দাবি, পুলিশ উভয় পক্ষকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের নিরাপদে বাড়ি ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিয়েছে। তবে এই অভিযোগ প্রসঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস বা ঘটনায় অভিযুক্ত মধাই দলুইয়ের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।

অনাস্থা প্রস্তাবে টালমাটাল হাওড়া জেলা পরিষদ

সভাধিপতি-সহকারী সভাধিপতির অপসারণের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে বুধবার নেতৃত্ব পরিবর্তনের দাবি তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য। বুধবার জেলা পরিষদের সদস্য তুষারকান্তি ঘোষ জানান, মোট ৪২ জন সদস্যের মধ্যে ২৫ জন অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছেন। সেই স্বাক্ষর সহ তালিকা জেলার কমিশনারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। তার আরও দাবি, আরও দু'জন সদস্য অসুস্থতার কারণে উপস্থিত থাকতে না পারলেও তারা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছেন।

জেলা পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব আনার মূল উদ্দেশ্য জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস এবং সহকারী সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্যকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া। তুষারবাবুর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে জেলা পরিষদে এই দুইজনের স্বৈরাচারী মনোভাব, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ করার মানসিকতা নিয়ে পরিচালিত হয়েছে। অন্যান্য সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের মত এরা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছে,বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

বুধবারের সাংবাদিক বৈঠকে প্রাক্তন মন্ত্রী পুলক রায়ের বিরুদ্ধেও সরব হন তুষারকান্তি ঘোষ। তাঁর দাবি, তৃণমূলের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রভাবেই জেলা পরিষদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল। পরিষদের সাধারণ সদস্যদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে বলেও তুষারকান্তি অভিযোগ করেন।

রাজ্যে ছাব্বিশের নির্বাচনে রাজনৈতিক পালাবদলের পরই এই অনাস্থা প্রস্তাব আনার ঘটনা হাওড়ার রাজনৈতিক মহলে যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার জেলা পরিষদ ভবন চত্বরে সদস্যদের বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানে নতুন সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি পদে কাদের সমর্থন করা হবে, তা নিয়ে অভ্যন্তরীণ আলোচনা হতে পারে বলেই সূত্রের খবর। যদিও বুধবারে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে কাবেরী দাস বা অজয় ভট্টাচার্যের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে লোকভবনের সামনে কংগ্রেসের বিক্ষোভ।

শিলিগুড়ির দুই রেল প্রকল্পে ১,১৩১ কোটি টাকার অনুমোদন, উত্তরবঙ্গে রেলের পরিকাঠামো বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদজন, শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ ডবল লাইন প্রকল্পের জন্য মোট ১,১৩১ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ অনুমোদন করল ভারতের রেল মন্ত্রক। এর মধ্যে ঠাকুরগঞ্জ-শিলিগুড়ি রুটের ডবল লাইন প্রকল্পের জন্য ৯১৬.১৮ কোটি টাকা এবং নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি)-শিলিগুড়ি জংশন রুটের ডবল লাইন প্রকল্পের জন্য ২১৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

রেল সূত্রে জানান হয়েছে, ৫৬.৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ ঠাকুরগঞ্জ-শিলিগুড়ি ডবল লাইন প্রকল্পটি উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেল করিডর হিসেবে বিবেচিত হবে। অন্যদিকে এনজেপি থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত ৭.১৫ কিলোমিটার ডবল লাইন প্রকল্পও ট্রেন চলাচলের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে আলুয়াবাড়ি রোড-ঠাকুরগঞ্জ ডবল লাইনের কাজ শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। এর আওতায় বাগডোগরা, নকশালবাড়ি এবং অধিকারীর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাঁর আরও দাবি, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গে রেলপথের যানজট কমবে, ট্রেন চলাচলে বিলম্ব কমবে এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ আরও দ্রুততার সঙ্গে হবে।

যদিও রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, নতুন লাইন সংযোজনের ফলে এই অঞ্চলে ট্রেন পরিচালনার সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে নতুন ট্রেন চালুর ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত 'চিকেনস নেক' অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্ব বিবেচনায় রেখেই প্রকল্প দুটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে রেল সূত্রের দাবি।

রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন, আর্থিক বরাদ্দ অনুমোদনের পর জমি অধিগ্রহণ ও পুনরুদ্ধারের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। রেলের দখল হওয়া জমি পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। রেল কর্তৃপক্ষের আশা, প্রকল্প দুটির কাজ সম্পূর্ণ হলে শিলিগুড়ি-সহ গোটা উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন আরও দ্রুত হবে এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা পাওয়া যাবে।

জগদ্দলে বাড়ির বাগান থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-সহ চারটি বোমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল থানার শ্যামনগর নতুনগ্রাম মুন্সিপাড়ায় দিলীপ বৈরাগীর সবজি বাগান থেকে উদ্ধার একটি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ চারটি সুতলি বোমা। বুধবার সকালে সবজি বাগানে জল দিতে গিয়ে ব্যাগের মধ্যে বোমাগুলো পড়তে থাকতে দেখেন গৃহকর্তা দিলীপ বৈরাগী। খবর পেয়ে জগদ্দল থানার পুলিশ পৌঁছে আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমাগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যায়। দিলীপ বাবুর বউমা মৌসুমী বৈরাগী বলেন, শ্বশুর মশাই এদিন সকালে বাগানে জল দিতে গিয়ে একটা ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন। লাঠি দিয়ে ব্যাগটা ফাঁকা করতেই দেখা যায় বোমা-পিস্তল রয়েছে। বাড়ির বাগান থেকে বোমা-পিস্তল উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্কিত বৈরাগী পরিবার। ঘটনাস্থলে এসে জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার বলেন, পুলিশ ধরপাকড় শুরু করেছে। তাই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। দুষ্কৃতীদের মাথাও পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, বোমা-পিস্তল এঁরা মজুত রেখেছিল। বিধানসভা নির্বাচনে জিততে পারলে ওরা এলাকায় সন্ত্রাস চালাতো। প্রশাসনকে বলা হয়েছে স্থানীয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে। তাঁর দাবি,এলাকায় অশান্তি পাকানোর জন্য তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বোমা-বন্দুক মজুত রেখে ছিল।

বাংলাদেশি সন্দেহে মহিলাকে বেঁধে পুলিশের হাতে দিলেন স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদা পশ্চিম পাড়াতে বাংলাদেশি সন্দেহে এক মহিলাকে বেঁধে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দিল সাধারণ মানুষ। বুধবার দুপুরে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা পশ্চিমপাড়া এলাকায় এক অপরিচিত মহিলাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে স্থানীয় মানুষ জিজ্ঞাসাবাদ করে। মহিলার কথায় অসঙ্গতি দেখে তাদের সন্দেহ হয়। মহিলার হাতের একটি ব্যাগে বাংলাদেশের ঠিকানা থাকায় বাংলাদেশি সন্দেহে তাকে বেঁধে রেখে বাগদা থানা পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয় মানুষ। ঘটনাস্থল থেকে মহিলাকে উদ্ধার করে বাগদা থানার পুলিশ। পুলিশ খতিয়ে দেখছে মহিলা মানসিক ভারসাম্যহীন কিনা বা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন কিনা।

প্রাক্তন মন্ত্রীর গোডাউনে সরকারি ত্রাণসামগ্রী! পাচারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে চাঞ্চল্যকর ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। প্রাক্তন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের একটি গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণসামগ্রী উদ্ধারের অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি কর্মীদের দাবি, ত্রাণসামগ্রী পাচারের সময় তারা হাতেনাতে পুরো ঘটনাটি ধরে ফেলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকজন ব্যক্তি একটি ছোট হাতি মালবাহী গাড়িতে করে ওই গোডাউন থেকে বিভিন্ন সামগ্রী সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে বিজেপি কর্মীদের নজরে আসে বিষয়টি। সন্দেহ হওয়ায় তারা গাড়িটিকে তাড়া করেন। অভিযোগ, পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে চালক ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। এরপর বিজেপি কর্মীরা গোডাউনে ঢুকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণসামগ্রী, বিভিন্ন গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, ফাইল এবং ভোটার তালিকা দেখতে পান বলে দাবি করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে দুর্গাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোডাউনটি সিল করে দেয়। ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত প্রাক্তন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এখন প্রশ্ন উঠছে, সরকারি ত্রাণসামগ্রী কীভাবে একটি ব্যক্তিগত গোডাউনে এল? এর পিছনে কি বড় কোনও পাচারচক্র কাজ করছে? তদন্তের দিকেই তাকিয়ে গোটা দুর্গাপুর।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ১১ জুন ২০২৬, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার

১৭টি দপ্তরের সচিব পদে বদল

■ বুধবার নবান্নের তরফ থেকে মোট ১৭টি দপ্তরের সচিব পদে রদবদলের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এই বদলি রুটিনমাফিক বলেই জানানো হয়েছে নবান্নের তরফ থেকে। এই তালিকায় নজরে আসছে, নীলম মীনা যিনি বর্তমানে রাজ্যের সিইও, তাঁকে অ্যাডিশনাল চার্জ হিসেবে পরিবেশ দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের সচিব জগদীশপ্রসাদ মীনাকে পাঠানো হল খাদ্য ও খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের সচিব পদে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্ব-কর্মসংস্থান দপ্তরের রবিইন্দর সিংকে পরিবহণ দপ্তরের সচিব করে পাঠানো হচ্ছে। রাজ্যপালের সচিব সৌমিত্র মোহনকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হল। তিনি বর্তমানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব পদটিও সামলাবেন। এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব মৌমিতা গোদারাকে পাঠানো হচ্ছে নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সচিব করে। ডব্লিউবিএসআইডিসি-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে আর বিমলাকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সচিব পদে পাঠানো হচ্ছে। শিল্প, বাণিজ্য দপ্তরের সচিব মুক্তা আর্যকে সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তরে সচিব করে পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের প্রিন্সিপাল কো-অর্ডিনেটর ছিলেন। তাঁকে সায়েন্স টেকনোলজি এবং বায়ো টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি এবং হাউজিং ডিপার্টমেন্ট-এর অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি পদে বহাল করা হল। অন্যদিকে, হাউজিং ডিপার্টমেন্ট-সহ একাধিক দপ্তরে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পদে কর্মরত রাজেশকুমার সিনহাকে সেচ ও জলপথ দপ্তরের সচিব করে পাঠানো হল।

বিদ্রোহী দলে মালা রায়?

■ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দর মহলে দলীয় সাংসদদের অধিকাংশের অবস্থান নিয়ে রাজ্যে যখন তীব্র রাজনৈতিক জল্পনা চলছে, সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এবার নতুন করে রাজনৈতিক চর্চার কেন্দ্রে উঠে এলেন দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায়। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সপরিবারে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন মালা রায়। এরপর থেকেই তিনি কি তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের অবস্থানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবেন, তাই নিয়েই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জল্পনা। যদিও এ বিষয়ে মালা রায়ের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। সাম্প্রতিক সময়ে তৃণমূলের একাধিক সাংসদ ও নেতার অবস্থান নিয়ে দলের অন্দরে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। এর মধ্যেই দক্ষিণ কলকাতার সাংসদের নাম সামনে আসায় এই বিষয়টি নতুন করে রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, কলকাতা পুর রাজনীতি এবং দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে মালা রায়ের প্রভাব যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন হলে তার প্রভাব কলকাতা দক্ষিণের রাজনীতিতে যথেষ্টই পড়বে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ফেরত গেল ত্রাণ সামগ্রী!

■ প্রাক্তন বিধায়ক দেবাশিস কুমারের কার্যালয় থেকে মজুত থাকা বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার করে নিয়ে গেল বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। বুধবার দুপুরে তিনটি ছোট লরিতে চাপিয়ে কম্বল, ত্রিপল ও চাদর নিয়ে যান দপ্তরের আধিকারিকেরা। তবে এই ত্রাণ সামগ্রী কার্যালয় থেকে বের করার সময় এলাকায় চাঞ্চল্য ও সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয়। বুধবার দুপুরে যখন দেবাশিস কুমারের বিধায়ক কার্যালয় থেকে লরিতে করে ত্রাণ সামগ্রী বোঝাই করা হচ্ছিল, তখন তা দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ বিক্ষোভ শুরু করেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের জন্য আসা এই সরকারি ত্রাণ সামগ্রী প্রাক্তন বিধায়ক নিজের অফিসে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

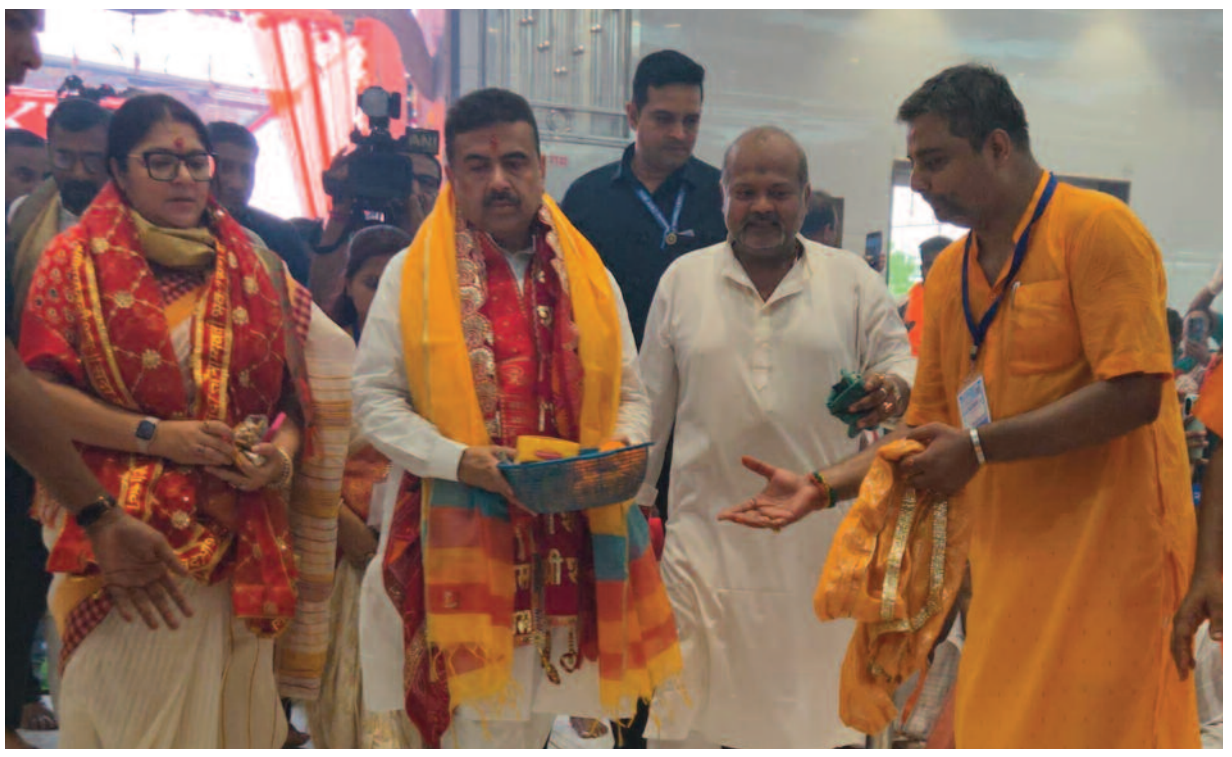

নিউটাউনের রাম মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করে পুজো দেন তিনি। যজ্ঞেও অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি- অদিতি সাহা

আলিপুরে দঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বহুতলে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আলিপুরের সরকারি দপ্তরে অগ্নিকাণ্ড। আর এই আগুনর কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে সংলগ্ন এলাকা। বুধবার সকাল পৌনে ১০টা নাগাদ আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বহুতল দপ্তর থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে দেখেন স্থানীয়রা। তার পরেই খবর দেওয়া হয় দমকলকে। জানা গিয়েছে, আলিপুরের ওই সরকারি অফিসে জাহাঙ্গির খানের দপ্তরেও আগুন লাগে। জানা যাচ্ছে, বহুতলের যেখানে আগুন লেগেছে সেটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের অফিস। আগুন নজরে আসতেই স্থানীয়রা দমকলে খবর দেন। এরপর ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় দমকলে পাঁচটি ইঞ্জিন। এরপরই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় আগুন আয়ত্ত্বে আনার কাজ। স্থানীয়রা এও জানান, বুধবার সকাল ৭ টা নাগাদ প্রথমে স্থানীয়রা চারতলা থেকে আগুন দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকলে। প্রথমে ২ টি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন আয়ত্ত্বে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু দ্রুত গতিতে ছড়াতে থাকে লেলিহান শিখা। ক্রমে ৭ তলা পর্যন্ত পৌঁছে যায় আগুন। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় এলাকা। এদিকে পাশাপাশি এও জানা গিয়েছে, সপ্তাহে দু-একদিন এই বিল্ডিংয়ে আসতেন জাহাঙ্গির। তাঁর সঙ্গে অনেক লোকও আসতেন। উনি গ্রেপ্তার হওয়ার ঠিক পরেই আগুন কেন লাগল, সেটাই এখন ভাবাচ্ছে সকলকে। এই বিল্ডিংয়ের চারতলায় বসতেন জাহাঙ্গির।

প্রাথমিক তদন্তের পর আশঙ্কা করা যাচ্ছে শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লাগে। এনআইসি দপ্তরে প্রথম আগুন লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। পরে সেটি দ্রুত বহুতলের একাংশে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় শিক্ষা দপ্তর, মিড ডে মিল এবং হটি কালচার বিভাগ। আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় তা নেভানোর জন্য দমকল কর্মীদের জানালার কাচ ভাঙতে হয়। যে ভবনে আগুন লেগেছে সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। স্থানীয়রা এও জানান, ভবনের উপরের তলাগুলিতে কয়েক জন রংমিস্ত্রি কাজ করছিলেন। তাঁদের দড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে আনেন দমকলকর্মীরা।

এদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পাণ্ডা। তাঁর দাবি, জেলা পরিষদের পূর্ত দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ নথি নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিতভাবে আগুন লাগানো হয়েছে।

এবার প্রাক্তন মেয়রের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের বিজেপি কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার বিপাকে রাজ্যের প্রাক্তন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হল বিধাননগর দক্ষিণ থানায়। বছর দেড়েক আগে মহিলাদের উদ্দেশে কুরুচিকর ও অসম্মানজনক মন্তব্য এবং প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করার অভিযোগ দায়ের হল ফিরহাদের বিরুদ্ধে। ফিরহাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যের জেরে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অভিযোগ জানান বিজেপি কর্মী সঞ্জয় পয়রা। ২০২৪ সালেও তিনি অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন কিন্তু সেই সময় তৃণমূল সরকারের আমলে অভিযোগ নেওয়া হয়নি বলেও জানান এই বিজেপি কর্মী সঞ্জয় পয়রা। এরপর বুধবার ফিরহাদের গ্রেপ্তারির দাবি জানান তিনি।

বুধবার বিধাননগর দক্ষিণ থানায় গিয়ে ফিরহাদের বিরুদ্ধে তাঁর দাবি, দাওয়াত-ই-ইসলাম শব্দবন্ধটি এবং একসময় মহিলাদের সম্পর্কে একসময় এ শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছিলেন, তা অনভিপ্রেত, অনুচিত এবং বিদ্বেষমূলক। ফিরহাদের মন্তব্যে তীব্র আপত্তির কথা জানান সঞ্জয়। অভিযোগ জানিয়ে বেরিয়ে এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন সঞ্জয়। তাঁর বক্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিচেন ক্যাবিনেটের সদস্য ফিরহাদ হাকিম সেকেন্ড ম্যান, তাঁর বিরুদ্ধে এখানে অভিযোগ নেয়নি। তখন আমি বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ছিলাম। অভিযোগ ছিল, সন্দেশখালি উপনির্বাচনে এই ফিরহাদ হাকিম মহিলাদের 'মাল' বলে সম্বোধন করেছেন, প্রধানমন্ত্রীকে 'দাড়িওয়ালা' বলে সম্বোধন করেছেন, কটূক্তি করেছেন, ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ করতে এসেছিলাম।'

সঞ্জয় আরও বলেন, 'দ্বিতীয় অভিযোগ হল ৩ জুলাই ২০২৪ একটি সরকারি কার্যক্রমে প্রাক্তন মেয়র এবং পুরমন্ত্রী দাওয়াত-ই-ইসলামের উসকানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন। তখন অভিযোগ নেয়নি পুলিশ। আমরা স্বাভাবিক বলেছিলাম, মমতার পুলিশ অভিযোগ নেবে না। অভিযোগ নিলে চাকরি থাকবে না ওর। সুন্দরবনে ট্রান্সফার হবে। এখন নেবে। কারণ আইনের শাসন চলছে।' রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকেই তৃণমূলের নেতা এবং আগের সরকারের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ সামনে আসছে। সম্প্রতি ফিরহাদের বোন গীতি হাকিমের বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে। ফার্ন রোড সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক গীতির বিরুদ্ধে উঠেছে ইচ্ছাকৃত কেওয়াইসি জমা না দেওয়ার অভিযোগ। টাকা তুলতে না পেরে বিরাট সমস্যায় পড়েছেন নতুন পুজো কমিটির সদস্যরা। এই পুজো কমিটিতে ৩ বছর সম্পাদক ছিলেন ফিরহাদ হাকিমের বোন গীতি।

পুজোর আগেই পরিবহণে বড় বদল আনার লক্ষ্যে নয়া পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মঙ্গলবার রাতে রাজ্যে মন্ত্রিসভার দায়িত্ব বণ্টন হওয়ার কথা প্রকাশ্যে আসে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও বুধবার মন্ত্রিসভার দায়িত্ব বণ্টন সহ সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হয়। নতুন মন্ত্রিসভায় পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের দায়িত্ব পান ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং। এদিন পরিবহণ দপ্তরের কর্মীরা সংবর্ধনাও জানান নতুন পরিবহণ মন্ত্রীকে। রাজ্যের নতুন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েই পরিবহণ ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জোরালো বার্তা দিলেন। বুধবার তিনি দাবি করেন, দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যের পরিবহণ ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনতে তাঁর সরকার বদ্ধপরিকর হয়েছে। সেই লক্ষ্যে তিনি প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টা কাজ করবেন বলেও জানান।

মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর অর্জুন সিং বলেন, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে শান্তি ফিরেছে। প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য এখন রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন। তাঁর আরও দাবি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র নেতৃত্বে ডাবল ইঞ্জিন সরকার যে দ্রুত গতিতে কাজ করছে, যে উন্নয়নে দেড় বছর লাগার কথা ছিল, তা অনেক কম সময়েই বাস্তবায়িত হবে।

পাশাপাশি নিজের পরিবহণ দপ্তর প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, পূর্বতন সরকারের আমলে পরিবহণ বিভাগের সম্পত্তি বিক্রি, বাস পরিষেবার অব্যবস্থা এবং দুর্নীতির কারণে পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রের দেওয়া বহু বাস, কর্মীর অভাবে ব্যবহার না হয়ে নষ্ট হয়েছে। সমস্ত অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হবে বলেও মন্ত্রী জানান।

এছাড়াও রাজ্যে সরকারি বাস পরিষেবা বৃদ্ধির আশ্বাস দিয়ে অর্জুন সিং বলেন, নতুন বৈদ্যুতিক বাস রাঙ্গা স্তায় নামানো হবে। পাশাপাশি এক মাসের মধ্যেই রাজ্যে ওয়াটার মেট্রো পরিষেবা চালুর লক্ষ্যে কাজ দ্রুততার সঙ্গে এগোচ্ছে। তাঁর মতে, জলপথ পরিবহণ চালু হলে শহরের যানজট অনেকটাই কমবে।

একইসঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, প্রথম দিকে ডাবল কাজ করব। দিনে ১৬ ঘণ্টা কাজ করব। দুটো দপ্তরকেই সমান সময় দেব। পুজোর আগে পরিবহণ ব্যবস্থার লক্ষণীয় উন্নতি দেখতে পাবেন মানুষ। তাঁর এই ঘোষণাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

পছন্দের বই বাছাই...। কলেজ স্ট্রিটে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

অরূপকে রক্ষাকবচ দেওয়া না হলেও গ্রেপ্তারও নয়, জানাল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেসিকে জড়িয়ে ধরে পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়লেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফুটবল কিংবদন্তি লিওনেল মেসির 'গোট টুর' অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া চরম বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার মামলায় হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বুধবার শুনানির সময় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য তাঁর চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, মেসিকাণ্ডে আমরা অত্যন্ত লজ্জিত। এই ঘটনার ফলে গোটা দেশের কাছে রাজ্যের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এদিনের এই মামলার শুনানিতে একাধারে স্বস্তি ও ধাক্কা দুই-ই পেলেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী। মেসিকাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে শর্তসাপেক্ষে রক্ষাকবচ পেলেও উচ্চ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, পুলিশের নির্ধারিত দিনেই হাজিরা দিতে হবে অরূপকে। তদন্তের প্রক্রিয়াকে কোনওভাবেই আটকানো হবে না এবং তা নিজের গতিতেই চলবে। তবে অরূপকে আপাতত পুলিশি গ্রেপ্তারির হাত থেকে রক্ষাকবচ দেওয়া হলেও আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, তাঁকে নিম্ন আদালতে নিজের পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে।

গোটা ঘটনার সূত্রপাত ঘটেছিল গত ১৭ মে, যখন মেসির অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক শতদ্রু দত্ত বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করেন। সেই অভিযোগে টিকিট কালোবাজারি, জোর করে চাঁদা আদায়, প্রতারণা, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন এবং আন্তর্জাতিক স্তরের একটি অনুষ্ঠানের নিরাপত্তায় চরম গাফিলতির মতো একাধিক গুরুতর ধারার উল্লেখ করা হয়েছিল। এই এফআইআর-এর ভিত্তিতেই গত ৪ জুন অরূপ বিশ্বাসকে থানায় হাজিরার নির্দেশ দেয় পুলিশ। তবে সেই সময় প্রাক্তন মন্ত্রী অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে কিছুটা সময় চেয়ে নেন। পুলিশের দাবি, তিনি অসুস্থতার সপক্ষে কোনও নির্ভরযোগ্য মেডিক্যাল নথি বা রিপোর্ট জমা দেননি। এরপরই ৮ জুন সকাল ১১টার মধ্যে তাঁকে পুনরায় বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজির হওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এমনকী ৭ জুন তাঁর বাড়িতে গিয়ে পুলিশ দু'টি নোটিসও সাঁটিয়ে আসে। কিন্তু সেই নির্ধারিত সময়েও অরূপ হাজিরা দেননি এবং বর্তমানে তিনি 'নিখোঁজ' বলেই জানা যাচ্ছে।

এরপরই এদিন শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের স্পষ্ট নির্দেশ, পুলিশের দ্বারা নির্ধারিত দিনে হাজিরা দিতেই হবে অরূপ বিশ্বাসকে। ৪৮ ঘণ্টা আগে দিতে হবে নোটিস। তদন্ত চলবে। পাশাপাশি বিচারপতির আরও নির্দেশ, তদন্তে সব রকম সহযোগিতা করতে হবে রাজ্যের

প্রাক্তন মন্ত্রীকে। এখানেই শেষ নয়, এদিন, কোর্ট বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছে অরূপ বিশ্বাসের জন্য। শর্তের এই তালিকায় রয়েছে, আদালতের অনুমতি ছাড়া রাজ্য ছাড়তে পারবেন না অরূপ বিশ্বাস। তাঁকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে নিম্ন আদালতে। কোনও সাক্ষীদের ভয় দেখাতে পারবেন না রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। একই সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনকেও আদালতের নির্দেশ, বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে হবে তদন্ত। কেন এমন ঘটনা ঘটল তার নিরপেক্ষ তদন্ত চলবে। চার সপ্তাহের মধ্যে জমা দিতে হবে রিপোর্ট। তবে, গ্রেপ্তারির মতো কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলেই জানিয়েছে আদালত। এদিকে এদিন হাইকোর্টে অরূপ বিশ্বাসের আইনজীবী আবেদন জানান, ডিম-পাথর ছোড়া থেকে নিরাপত্তা দেওয়া হোক তাঁর মক্কেলকে। কোর্টের নির্দেশ, অরূপের বিরুদ্ধে আর কোনও মামলা আছে কি না সেটা জানাতে হবে আদালতকে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে আদালত প্রাথমিক ভাবে মনে করছে যে অরূপকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কোনও প্রয়োজন নেই। সঙ্গে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এও বলেন, '১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ এর ঘটনা, আর অভিযোগ করা হয়েছে ৩০ মে ২০২৬। ৬ মাস পরে অভিযোগ দায়ের হয়েছে, আর রাজ্য ভাবছে যে এতদিন পর অরূপ বিশ্বাস সাক্ষীদের ভয় দেখাবেন?'

এদিন শুনানি চলাকালীন এই ঘটনা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, 'মেসিকে জড়িয়ে ধরে অরূপ বিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছেন। মেসি কি অরূপ বিশ্বাসের বাল্যবন্ধু? আমি গোটা ঘটনা নিয়ে পুলিশকে আলাদা করে একটা নিরপেক্ষ তদন্ত করতে বলব বলে ভাবছি।'

এরপরই অরূপ বিশ্বাসের আইনজীবীকে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেন, পুলিশ দেখা করতে বলছে, যাচ্ছেন না কেন অরূপ তা নিয়ে। উত্তরে অরূপ বিশ্বাসের আইনজীবী জানান, 'আদালত রক্ষাকবচ দিলে শীঘ্রই যাবেন।' এদিন রাজ্যের সওয়াল, অরূপ বিশ্বাস অভিযোগকারী শতদ্রু দত্তের থেকে অনেক প্রভাবশালী। আগেও পুলিশ তাঁকে নোটিস পাঠিয়েছিল, সেই নোটিসকে মান্যতা দেননি অরূপ বিশ্বাস। ফলে তাকে রক্ষা কবচ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

স্বস্তির বৃষ্টি তিলোত্তমায়, ভ্যাপসা গরম থেকে মুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল তিলোত্তমা। শুধু বৃষ্টি নয় সঙ্গে বয়ে গেছে ঝোড়ো হাওয়াও। বুধবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এমনই পূর্বাভাস দিয়েছিল হাওয়া অফিস। বুধবার দুপুরে জারি করা হয়েছিল ঝড়বৃষ্টির লাল সতর্কতাও। সেই পূর্বাভাস মতোই কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকায় বুধবার বিকেল থেকেই শুরু হয় প্রবল ঝড়বৃষ্টি। কলকাতা, হাওড়া-সহ একাধিক জায়গায় মুষলধারে বৃষ্টিপাত চলে। সঙ্গে দোসর ছিল বজ্রপাতও। শুধু কলকাতা নয়, জেলাতেও এদিন বৃষ্টি হয়। তাতেই দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় তাপমাত্রা কমেছে অনেকটা। ভ্যাপসা গরম থেকে মুক্তি আমজনতার। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বুধবার সারাদিন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ছিল। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, গত মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় বর্ষা প্রবেশ করেছে। আগামী চার-পাঁচদিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আরো কিছু অংশে বর্ষা প্রবেশ করবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। তার মধ্যে দক্ষিণবঙ্গেরও কিছু অংশ থাকবে বলে আশা আবহাওয়াবিদদের। দক্ষিণবঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষার প্রবেশের আগেই এদিনের বৃষ্টিতে ভ্যাপসা গরমের হাত থেকে আপাতত মুক্তি পেল শহরবাসী।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গে নিজের অবস্থান আরও শক্তিশালী করছে। ইতিমধ্যেই কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার সম্পূর্ণ অংশে এবং জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ ঘটেছে। আগামী ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আরও বিস্তীর্ণ এলাকায় মৌসুমি বায়ুর অগ্রগতির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বর্তমানে মৌসুমি অক্ষরেখা পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড হয়ে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। পাশাপাশি উত্তর-পশ্চিম বিহার ও সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে। এর সঙ্গে বঙ্গোপসাগর থেকে বিপুল পরিমাণ জলীয় বাষ্প প্রবেশ করায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং দমকা হাওয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদ্রোহী শিবিরে সদস্যসংখ্যা ৬৪, 'আমরাই তৃণমূল' দাবি ঋতব্রতর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙনের পরিস্থিতিতে বিদ্রোহী শিবিরের শক্তি আরও বেড়েছে বলে বুধবারে দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, বিদ্রোহী বিধায়কদের সংখ্যা এখন ৫৮ থেকে বেড়ে ৬৪-এ পৌঁছেছে এবং আগামী দিনে সেই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

রাজ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের ধারাবাহিক বৈঠক ঘিরে যখন জোর জল্পনা চলছে। সেই সময়ে রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, দলীয় সংকট মোকাবিলায় কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার পথ খুঁজছে তৃণমূল। যদিও সেই সম্ভাবনা কার্যত নস্যাৎ করে ঋতব্রত বলেন, আমরাই তৃণমূল। আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছি না।

একদিকে যেখানে তৃণমূলের দলীয় ভাঙন শুধু বিধানসভাতেই সীমাবদ্ধ নেই। লোকসভায় কাকলি ঘোষ দস্তিদার-এর নেতৃত্বে ২০ জন সাংসদ এনডিএকে সমর্থনের ইচ্ছা জানিয়ে স্পিকারের কাছে চিঠি দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন খোদ সাংসদরাই, অন্যদিকে রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সুখেন্দুশেখর রায় ও সুস্মিতা দেব।

সম্পাদকীয়

অবশেষে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি রুখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হল

চপ-সিঙাড়া হোক বা জিলিপি, ঝুরিভাজা থেকে পাঁপড় ভাজা, ঝালমুড়ি বা আলুকাবলি, এই জাতীয় রাস্তার খাবার পরিবেশনে দোকানদারদের প্রধান ভরসা হল পুরনো খবরের কাগজের তৈরি ঠোঙা। এভাবেই বিক্রি হয় সব সস্তার স্ট্রিট ফুড। আবার খবরের কাগজে মুড়েও স্ট্রিট ফুড বিক্রি করার রেওয়াজ আছে দেশের বিভিন্ন এলাকায়। এভাবেই একটা চরম অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতি চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। এতদিন পর অবশেষে হুঁশ ফিরল প্রশাসনের। এর ওপর এবার নিষেধাজ্ঞা জারি করল খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ। সম্প্রতি মুম্বইয়ের একটি ঘটনায় এমনই নির্দেশ দিয়েছে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্টার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা এফএসএসএআই। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, খাবার প্যাক করতে বা মুড়তে আর কোনও ভাবেই খবরের কাগজের ব্যবহার করা যাবে না। খবরের কাগজের কালি থেকে জনস্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতাও বজায় থাকছে না সম্প্রতি মুম্বইয়ে এক বড়া পাও বিক্রেতাকে ঘিরে এই বিতর্ক সামনে আসে। খবরের কাগজে মুড়ে বড়া পাও বিক্রি করতেন তিনি। জানতে পেরে খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ এবং বৃহন্মুম্বই পুরসভার তরফে সেখানে অভিযান চালানো হয়। তারপরই জারি করা হয় এই নির্দেশিকা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তেই এমনটা ঘটে। তাই সমস্ত খাবারের দোকান, খাবার ব্যবসায়ীদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অবিলম্বে খবরের কাগজে খাবার দেওয়া বন্ধ করতে হবে। একই ধরনের ছাপা কাগজ ব্যবহার করা যাবে না। খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ জানিয়েছে, সমস্ত ফুড ভেন্ডর, রেস্তরাঁ, ক্যাটারার, ফুড স্টল, মোবাইল ভেন্ডার, ঠেলাগাড়ি এবং খুচরো বিক্রেতাদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কঠোর ভাবে প্রযোজ্য হবে। খবরের কাগজে ব্যবহৃত কালিতে রাসায়নিক উপাদান, পিগমেন্ট, বাইন্ডার এবং রং থাকে। খবরের কাগজে মোড়া খাবার পেটে গেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। খবরের কাগজের কালিতে সিসা এবং অন্য ধাতুও থাকে, যাতে শরীরে জটিল রোগ হতে পারে। পাশাপাশি, খবরের কাগজে ধুলোবালি, ময়লা তো আছেই। সবমিলিয়ে এই প্রথা বন্ধ করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

শব্দছক ১৮৫

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭		৬	■	৭
	■	৮		■	■	৯	
১০	১১		■	১২	১৩		■
■	১৪			■	১৫		১৬
১৭		■	■	১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. গতিতে শ্রেষ্ঠতম ৪. সুন্দর ৬. রক্তের রঙ ৭. পাত্র-পাত্রীর সংযোগকারী ব্যক্তি ৮. বুনো ৯. পরিণয়ের পুরুষজন ১০. পারাপারের জন্য দেয় অর্থ ১১. কলা ১৪. চন্দ্রাতপ ১৫. একশো ১৭. কুড়ি ১৮. জল বসন্ত ১৯. পাপী ২০. পারদ ২১. শাহেনসা ২২. খারাপকর্ম

ওপর-নিচ: ১. কণ্ঠকম্পন ২. সাদা রঙের তৈলবীজ ৪. দুঃখ ৫. তারা ৮. নারী ৯. লালন-পালন করা মানুষ বা প্রাণী ১১. ভাঙাবাড়ির ধুলোময়লা ১৩. দশের স্থানে বিরজিত ১৬. জড়ি-বুটির ওষুধ দেওয়া ডাক্তার ১৭. যে স্ত্রীলোকের স্বামী বেঁচে নেই ১৮. কোর্টের বিচারক ১৯. যে খেলা খেলে পরাজিত পান্ডবদের বনবাস হয়েছিল ২০. পক্ক

সমাধান ১৮৪ — পাশাপাশি: ১. নাতনী ৫. কার্যকারিতা ৮. সাততাল ৯. পেঁপে ১২. খাঁচা ১৩. ক্ষিপ্রতা ১৫. ময়দা ১৬. গতি ১৭. নাপিত ১৮. কাক ১৯. হক ২০. রদন

ওপর-নিচ: ২. তলাতল ৩. তুর্য ৪. হরি ৫. কালপেঁচা ৬. কালা ৭. তাজা ১০. বিপ্র ১১. চামর ১২. খাঁদা নাক ১৩. ক্ষিতি ১৪. তালুক ১৬. গতর ১৮. কান

আজকের দিন

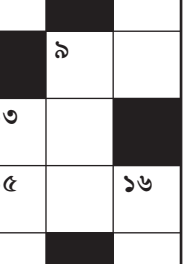

■ **১৯৬৩** — দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের বৌদ্ধদের উপর নিপীড়নের প্রতিবাদে বৌদ্ধ ভিক্ষু থিচ কোয়াং ডুক আত্মাহুতি দেন।

■ **১৯৯১**— ফিলিপাইনের পিনাটুবো পর্বতে ধারাবাহিক ভয়াবহ আগ্নেয় বিস্ফোরণ শুরু হয়।

■ **২০০১** — ওকলাহোমা সিটি বোমা হামলাকারী টিমোথি ম্যাকভেইকে প্রাণঘাতী ইনজেকশনের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

জন্মদিন

লালুপ্রসাদ যাদব

১৯৪৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ লালুপ্রসাদ যাদবের জন্মদিন।*

১৯৫১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুবোধকান্ত সহায়ের জন্মদিন।*

১৯৬৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেটার স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

হায়! এতো পাপ প্রায়শ্চিত্তের নয়

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

না,আমি কোন পার্টি করি না। রাজনীতি বুঝিও না রাজনীতির অনেক দূর পর্যন্ত আমার কোন সম্পর্ক নেই। সাহিত্যের সঙ্গে অনেকটা সম্পর্ক থাকলেও আবারো বলছি রাজনীতি থেকে অনেক দুর অবধি আমার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি দেখে সমস্ত সাহিত্যের পাঠ ভুলে গিয়ে এখন রাজনীতির কথায়-ই মাথায় আসছে। আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার এসেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি অত্যাচারের কি বীভৎস পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা এতদিন কাটিয়েছিলাম। মানে মুখ বুঝে সহ্য করেছিলাম। প্রতিটা ক্ষেত্রে, প্রতিটা মুহূর্তে, প্রতিটা ঘন্টায় আমরা পশ্চিমবঙ্গের কলংকিত অধ্যায় দেখতে পাচ্ছি। একি সমাজে আমরা ছিলাম! একি ভাবে আমরা বেড়ে উঠছিলাম? কত বড় দুর্নীতির সাগরে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছিলাম? এখানে সত্য টি কোথায়? এখানে বাস্তবতা কোথায়? এখানে সবটাই ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলা! হ্যাঁ, আজকে সেই বীভৎস, সেই আতঙ্কিত পরিবেশ থেকে আমরা অনেকটাই মুক্ত। শাসনের আইন ভেঙে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এই সরকারের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষকে ভরসা দেওয়া। সেই বিশ্বাস আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই প্রথম দিন থেকেই। মুখ্যমন্ত্রীর পদে শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় বসার পর থেকেই নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করছেন যা সত্যিই তারিফ যোগ্য। হয়তো কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের প্রবল অসুবিধা হলেও যে দুর্নীতি সাগরে আমরা গড়ে উঠেছিলাম তার থেকে মুক্তির একটা নির্ভুল চেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা কম বড় কথা নয়। একজন প্রকৃত শাসকই পারে হাত শক্ত করে ধরতে। আর আমরা যারা সাধারণ মানুষ তাদের উচিত সামাজিক ব্যবস্থাকে একটা সুস্থ সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে সরকারের পাশে থাকা।

কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়নি বলুনতো? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতির পাহাড় আমরা দেখতে পেয়েছি। আমরা জানি তৃণমূল সরকার চলে গেছে দুর্নীতির জন্য। ২৬ হাজারে চাকরি বাতিল হোক কিংবা অভয়ার বিচার যথার্থ না হওয়াই হোক কিংবা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রচুর পরিবারে অর্থ তুলে নেওয়াই হোক-- সর্বক্ষেত্রেই ঘটেছে দুর্নীতি। বেড়েছে হিংসা, বেড়েছে চৌর্যবৃত্তি, লোভ, অত্যাচার যা আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে অবশ্যই রাহুগ্রাস করে তুলেছিল। সত্যিই আমরা এর থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলাম। তাই মানুষ সেই বোধ কেই প্রশ্রয় দিয়ে বর্তমান সরকারকে এনেছে। এই বাংলায় পদ্ম ফুল ফুটল, আর আরো স্পষ্টভাবে জানা গেল দুর্নীতির বিদায়। আজ এক মাসের সময়ের মধ্যেই আমরা দেখতে পেলাম কিভাবে তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গ গেল তৃণমূল। সকলে মুখ খুলছেন। একে অপরকে দোষারহ করছেন। দেখা গেলো প্রধান বিরোধী দলনেতা থাকলেও আবারো সংগঠিতভাবে বিরোধী দলের নেতা তৈরি হলো। তারা সরকারের সঠিক, বেঠিক কাজকর্ম গুলোকে ধরিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন তো যাদের নিজেদের মধ্যে এত সমস্যা, সংঘটিত প্রয়াসের অভাব, মতবাদের অভাব -- তারা কিভাবে প্রধান হয়ে দাঁড়াবে! আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রেফতার বা অ্যারেস্ট, লুকআউট ভুরিভুরি। কিভাবে ছোট বড় সমস্ত নেতাকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাবড় নেতা পদ ছাড়ছেন। নেতা শহর থেকে অন্য কোথাও যাচ্ছেন, কোথাও কলেজ তো কোথাও ইউনিভারসিটির দাদাগিরি বা দাপাদাপি দেখা যাচ্ছে। অর্থ, ব্যবসা, বিলাসিতা বা ভোগ দিশাহীন করেছে। অবাধ করেছে দুর্নীতি। ঘরের মেয়েরা এখন আর টিভি সিরিয়াল নিয়ে ব্যস্ত নয়, ব্যস্ত রাজনৈতিক খবর দেখার উৎসাহে। তার কারণ এই সিরিয়াল থেকেও বড় বেশি চমকপ্রদ রাজনীতির খবর। আর ঠিক এই কারণেই আমরা জানতে পাচ্ছি সেই কালো, কলঙ্কিত অধ্যায় মানুষ কিভাবে এতদিন নিমজ্জিত ছিল। আর আজ শোচনীয় অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে বলতে গেলে রীতিমতো দুর্গন্ধের কবলে পড়তে হয়। কারণ আমরা এমন বিষয়ে জানতে পাচ্ছি যা শুনলে শরীরে ঘিনঘিন শুধু করে না, একটা কালো অন্ধকার,ভয়ঙ্কর, শোচনীয়, অসহায় অবস্থার রূপকথা জানতে পারি। আমরা আসল রূপ দেখতে পাই। মুখ আর মুখোশ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে এতদিন প্রতিবাদের ভাষা কোথায় ছিল? কিন্তু এখানেই বলতে হয় যে যে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদের ভাষা তৈরি হবে তা এতদিন ছিল কোথায় যে নিরাপত্তায় ভয়হীন ভাবে সমস্ত অন্ধকার অবস্থার কথা তুলে ধরবে সাহসে? আর সেই অবস্থার প্রেক্ষাপট ছিল কোথায়? তাই এতদিন প্রতিবাদও ছিল না। সুতরাং বললে ব্যান্ড কালচার ছিল। খুনের হুমকিও ছিল। আমরা এমনও জানতে পারছি যে এমন ভাবে খুন করা হবে যা কিনা আত্মহত্যায় রূপান্তরিত হবে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে মানুষ কত অসহায়তার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছিল এতদিন।

হ্যাঁ, আজ সময় পাল্টেছে। চিত্রপট পাল্টেছে। শাসকের আইন থেকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মুখ খুলে বলার সাহস পেয়েছে। মানুষ সেই প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে সপাটে সত্যি কথা বলতে পারছে। যেটা এতদিন ভয়ে তারা বলতে পারেনি। মানুষের মধ্যে জমে থাকা এতদিনের ক্ষোভ সামনে এসেছে। এটা কম কথা নয়। আজকে যারা এখনো তৃণমূল ভাবাদর্শ মানুষ আছে তারাও ভাবতে বসেছে যে তারা কোন দলকে সাপোর্ট করতো এতদিন? কিভাবে এই অন্ধকার দিকে তাদের অজান্তেই চলত এক বিশাল অজানা রহস্য! সত্যিই ভাবনার সময় এসেছে। সেই সঙ্গে আমাদের বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ও বেড়ে গেছে। তার কারণ মানুষ এত অসহ্য সহ্য করেও যখন তৃণমূল সরকারের প্রতি এতো উদারতা দেখিয়েছে সুতরাং বর্তমান বিজেপি সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। সুতরাং এই সরকারের কাছে মানুষের আবেগকে দিয়ে চলা গতিতে অনেক চাপ,অনেক প্রত্যাশা দিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। তবে এটা খুব গুণগত বিষয়ে যে মানুষ মুখ ফুটে বলতে শিখেছে। সুতরাং এই সরকারকেও যথেষ্ট সাবধানে চলতে হবে। কোনরকম দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। যদিও আমাদের প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল এই বিজেপি সরকার সেটা করে দেখাবে। তার কারণ আমরা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম কয়েক পা এগিয়ে আসা জোড়া ফুল থেকে পদ্মফুলে আসার সমস্ত মানুষকে থামিয়ে দিলো বিজেপি সরকার। হ্যাঁ, সেটা করা হলো অত্যন্ত সুদক্ষ ভাবে। তার ফলে এটা পরিষ্কার যে কোন বেনজলের আশ্রয় নেই বিজেপি সরকারে। সুতরাং একটা স্বচ্ছতা দেখা যাবে এই আশা দিয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষ আশায় দিন গুনছেন।

এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই রাতারাতি সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে। একদিনে, একভাবে, বা একই সময়ে পরিবর্তন দ্রুত আসা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই সরকারকে সময় দিতে হবে। সাময়িক অসুবিধা কে ধৈর্য ধরে বুঝতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী সুফল পেতে মানুষকে সাময়িক অসুবিধা কে মেনে নিতেই হবে। হ্যাঁ,আমরা জানি এই সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু কঠিন পরিস্থিতিতে কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতে মানুষের সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রচুর সাধারণ মানুষের পেটে টান পড়েছে। কিন্তু তাই বলে এটা ভেবে নেওয়ার কোন কারণ নেই যে এই সার্বিক অসুবিধা হেতু অবৈধ বা দুর্নীতি কোনোভাবে খাটো রূপ পেয়েছে। বরং এটা মেনে নিতে হবে যে প্রথম থেকে এইভাবে শক্ত হাতে ক্ষমতাকে সঠিকভাবে ধরে রেখে সরকার যথার্থই কাজ করেছে। যদি এটা প্রথম থেকে না করা হতো তাহলে হয়তো আবারো সেই দুর্নীতি,হিংসা , লোভ,লালসা, খুন,রাহাজানি অরাজকতা,বিলাসিতার মত বিভিন্ন বিষয়ে লাগামছাড়া অস্থিরতায় সমাজ চলত! কিন্তু সেটা এবারে হবে না। কারণ, এবারে প্রথম পশ্চিমবঙ্গে ডাবল ইঞ্জিন সরকার।

সুতরাং যা কিছু হবে কেন্দ্রের নির্দেশে,কেন্দ্রের সহযোগিতায়। সুতরাং কেন্দ্রের সংগঠিত অভিভাবকত্ব কিভাবে বাংলার মানকে আরো কিভাবে উন্নত করবে সেটাই এখন দেখার। তবে বাংলার মানুষ আজও আশায় বুক পেতে আছে বেকারত্ব দূর হওয়ার। সেই সাথে শিল্প, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, চাকরি, বাণিজ্য, কৃষি সর্বক্ষেত্রে একটা আর্থিক সুরাহা মানুষ আশা করে। আমাদের তো মনে হয় বাংলার মানুষ সেই আশায় দিন গুনছেন কিভাবে এই রাজ্য ভারতে তথা গোটা বিশ্বে শ্রেষ্ঠ আসন নেবে? কি,ঠিক বললাম তো?

দূষণ

রথীন কুমার চন্দ

দূষণর গড্ডালিকা প্রবাহ চলছে, দিল্লি সবথেকে বেশি দূষিত শহর হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পরেও আমাদের কোন হেলদোল নেই এরপরেও দেখা যাচ্ছে কলকাতা দূষণের কবলে রয়ে গেছে বিশেষত যেখানে জনসংখ্যা বেশি ,যানবাহন চলাচলের সংখ্যা বেশি, আবর্জনা পোড়ানো বেশি হচ্ছে, ২০০ ছাড়িয়ে যাচ্ছে সেখানে দূষণের পরিমাণ যাচ্ছে, প্রশাসন এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ যতই এ ব্যাপারে সতর্কবার্তা যতই জারি করুক আমাদের হুশ ফিরছে না আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়েছি।

দূষণ আমাদের সংক্রমক হয়ে গেছে, দূষণের কারণে স্কুল কলেজ সব বন্ধ, দিল্লিতে পেট্রোল ডিজেলের বাস চলাচল বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

দূষণ আমাদের জীবন থেকে পাঁচ বছর কেড়ে নিচ্ছে কিন্তু ধূমপান আমাদের জীবন থেকে মাত্র দেড় বছর কেটে নিচ্ছে। গত ৫ই নভেম্বর একটি প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে দূষিত শহর দিল্লি এরপর পাকিস্তানের লাহোর তৃতীয় স্থানে রয়েছে, কলকাতা, চতুর্থ স্থানে রয়েছে ঢাকা, পঞ্চম স্থানে রয়েছে করাচি, কলকাতার দূষিত মাত্রা ২০৬।

Selfish giant এর মতন আমরা আমাদের পরিবেশকে ব্যবহার করছি এই কারণে আমাদের হন্টেড হাউজের মতন পরিবেশ দূষণ তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

ডিফরেস্টেশনের কারণে পরিবেশ দূষণ আরো বেশি কলঙ্কিত পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, যে কারণে গ্রীন হাউস এফেক্ট বাড়ছে, বন্যা ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় বেড়ে চলেছে মানুষের অতি আগ্রাসী মনোভাবের জন্য।

প্লাস্টিক দূষণ এমন পর্যায়ে চলে গেছে সামুদ্রিক প্রাণীকূল আজ বিপর্যস্ত সেদিকে কিন্তু মানুষের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই বরং প্লাস্টিক ব্যবহার দিনে দিনে বেড়েই চলেছে দূষণ, আমাদের যুগের কান্না । বায়ু, জল এবং স্থল এই তিনটি প্রধান সমস্যা আমাদের যুগের । এই মুহূর্তে এই তিনটি ক্ষেত্র একে অপরকে অভিভূত করে সভ্যতাকে বিভ্রান্ত করে সমাধান খোঁজার ক্ষেত্রে। শ্বাসযন্ত্রের জন্য বায়ু গ্রহণ করা হয়, জীবের জীবন সমর্থন কিন্তু আমরা আমাদের পরিবেশকে বিভিন্নভাবে বিপন্ন করে তুলেছি। পেট্রোলিয়াম এবং ডিজেল উত্পাদিত গাড়িগুলির জন্য রাস্তায় চলার জন্য শুধুমাত্র জ্বালানী। জ্বালানি হিসেবে কোনো বিকল্প পথ বের করা হয়নি, যদিও তা বিদ্যমান আছে কিন্তু মানুষের মঙ্গল ও স্বার্থে সেই শক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার কোনো উদ্যোগ এখনো নেওয়া হয়নি। সৌর প্যানেল এই ধরনের ক্ষেত্রে শক্তি উৎপাদনের জন্য এবং বায়ু দূষণ পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যা পরিবেশ স্বাস্থ্যের জন্য একটি ইতিবাচক পরিমাপ এবং পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হতে পারে। দিল্লি দূষণের সীমানায় এসেছে, উদ্বেগজনক বা বিপদের তাত্পর্য নয়।

বায়ু দূষণ তার সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে এবং আমাদের রাজধানীতে এই বিষয়ে দেওয়া সমস্ত প্রচেষ্টার বাইরে রাখা হয়েছে। দূষণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এটি জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে এর সংবাদের শিরোনামে এসেছে। এটা শুধু খবরেই সীমাবদ্ধ নয়, দেশের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের রাজধানী শহরের দূষণের সমস্ত ওষুধ স্থানীয় সরকার যে মক টেস্টের চেষ্টা করছে তা অতিক্রম করেছে, এটি এসিড পরীক্ষার সময় যা এই দেশের স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার মুখোমুখি হচ্ছে। বায়ু দূষণে দেশের অন্যান্য শহরের তুলনায় রাজধানী শহর আইকনে পরিণত হয়েছে। যে পদক্ষেপগুলি এখন ধরা পড়েছে এখন সময়ের জন্য সংস্কারের প্রয়োজন এবং এই বিষয়ে পদক্ষেপগুলি দূষণের ট্রমা নিরাময়ের জন্য এগিয়ে থাকা। এই দিনগুলিতে দেওয়া মনোযোগ অপর্যাপ্ততা দেখায় এবং খোদাই করা বায়ু দূষণের সময় বাঁচানো হয় সভ্যতার নিরাপত্তাহীনতার মাধ্যমে।

বায়ু দূষণ নির্মূল পদক্ষেপ এখন দূষণ সমস্যা দ্বারা চ্যালেঞ্জ। আমাদের সমাজের জন্য এই ধরনের বায়ু দূষণ লালন-পালনের প্রধান কারণ মানুষ, এটি সমস্যার উপহার হিসাবে বেড়ে উঠেছে। বায়ু দূষণ এই সভ্যতা সম্পর্কে না জেনেই দীর্ঘকাল ধরে লালনপালন করা হয়েছে, কিন্তু যখন এটি সভ্যতার ঘরটি ধ্বংস করার জন্য দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন আমাদের নিরাপত্তাহীন অনুভূতি তার মনিটরের স্তরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, এটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

পানি দূষণের সাথে সাথে প্লাস্টিকের ভুগছে পানির জীবন। এই প্লাস্টিক পানিতে দ্রবণীয় নয় যার জন্য এই পানির জীবন খাদ্য পণ্য হিসাবে গ্রাস করছে। এই জলজীবনে খাদ্যের মতো পণ্য গ্রহণ না করার কোনো পরিপক্কতা নেই। দিন দিন এ সমস্যা বাড়ছে এবং পানির কারণে তাদের জীবন বিপন্ন হচ্ছে।

প্লাস্টিক দিয়ে ভূমি দূষণ বিপন্ন, কারণ প্লাস্টিক জমিতে শোষণ করতে পারে না। অপরিপক্কতার কারণে গরু ও অন্যান্য প্রাণী খাদ্যপণ্য হিসেবে প্লাস্টিক গ্রহণ করছে। মানুষ প্লাস্টিককে যৌক্তিক সত্তা হিসেবে ব্যবহার করছে, যদিও তারা প্লাস্টিকের কুফল সম্পর্কে সচেতন। এখন প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে সরকারের পক্ষ থেকে এক দিনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচার প্রচারণা সব প্রান্ত থেকে সরানো হয়েছে এবং প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রয়োগও সরানো হয়েছে। প্রতিটি প্রান্ত প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু এই বিষয়ে কোন কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় সমস্যা দেখা দিয়েছে যাতে প্লাস্টিক বাধা সৃষ্টি করছে। প্রকৃতপক্ষে প্লাস্টিক পরীক্ষা করার জন্য, পয়ঃনিষ্কাশনে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যাতে প্লাস্টিক কোনও উপদ্রব তৈরি না করে।

এখন, সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে এসে প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহার করা হয়েছে ভূমি বা সমুদ্র জীবনের প্রতিটি স্তরে উদ্বেগজনক অবস্থা অতিক্রম করার পরে। ১৯৫০ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে উত্পাদিত প্লাস্টিক থেকে একটি নগণ্য পরিমাণ পুনর্ব্যবহার করা হয়েছে। এটি দেখায় যে আমরা প্লাস্টিকের দূষণ, এর ব্যবহার সম্পর্কে কতটা যুক্তিযুক্ত।

পরিবেশ তার ট্র্যাকে চলছে, মানুষের উপর বুলডোজার টহল দিচ্ছে যখন মানুষ তার উত্সাহ, অহংবোধ, সাহিত্যিক জ্ঞান এবং বন উজাড় করে এবং অন্যান্য উপায়ে সভ্যতা গড়ে তোলার আগ্রহ ছড়িয়ে দিয়েছে। মানুষ এখনও দিনে দিনে একই ভুল বারবার করে চলেছে, পরিবেশ এই বিষয়ে নীরবতা পালন করে, ঈশ্বরের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী এই পৃথিবীতে মানুষের আধিপত্য পর্যবেক্ষণ করে। পরিবেশও কোনো তর্কের আওয়াজ তোলেনি। পরিবেশ নীরবে আধিপত্যের চাপ গ্রহণ করে এবং ইচ্ছার সভ্যতার সীমাহীন বিস্তারের পরে এটি তার সীমাহীন বন্যা, বৃষ্টি, গলে যাওয়া হিমশৈল ইত্যাদির মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছে।

এটি যে কোনও দিক থেকে একটি সাধারণ প্রাদুর্ভাব ছিল যারা ইচ্ছাকে ওভারশেড করার জন্য হটস্পট বহন করছে। আমরা ২০২০ সাল থেকে দেখেছি যে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় বন্যা হয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন অংশের ঘন বনে ভয়াবহ দাবানল, চীনে বিপজ্জনক বন্যা পরিস্থিতি, পাকিস্তানে খাদ্য সংকট, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তীব্র তাপপ্রবাহ যা আশ্চর্যজনকভাবে বাড়ছে। ভারতের উত্তরাঞ্চলে ভূমিধস। পরিবেশ তার জন্য কোনো অনুগ্রহ বা এ বিষয়ে কোনো পৃষ্ঠপোষকতা চায় না বরং মানুষের কাছ থেকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ বোঝাপড়া চায় একটি অনুকূল পরিবেশে বসবাসের জন্য, যা পরিবেশ তার শেষ থেকে প্রদান করতে পারে, মানুষ হাস্যকরভাবে, যুক্তিপূর্ণভাবে, সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে এবং প্রত্যাবর্তনের পরে। একটি উপকারী উপায়। মানুষ সর্বদা তার ইচ্ছা, ইচ্ছা এবং এই গ্রহে বাস করার ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবেশকে সোয়াইপ করার চেষ্টা করে।

মানুষ একটি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি সব বিষয় চালাচ্ছে. মানুষ পরিবেশের সম্পদ ব্যবহার করে প্রতিটি কোণ থেকে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করছে, পরিবর্তে মানুষ পরিবেশের ধৈর্যের পরীক্ষা করছে, ধ্বংসাবশেষ ফেলে সমুদ্রে প্লাস্টিকের মেঘ তৈরি করছে, সমুদ্রের প্রজাতিকে বিপন্ন করছে এবং জাহাজে তেলও ফেলে যাচ্ছে।

আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে সম্প্রতি দুবাইতে, দেড় বছরের বৃষ্টি যা একদিনে ঢেলে দুবাই শহরকে ধুয়ে দিয়েছে। যেহেতু বিভিন্ন আরব দেশের থ্রাস্ট এলাকায় বৃষ্টি নামানোর জন্য প্রায়ই কৃত্রিম মেঘ তৈরি হয়।

বায়ু দূষণের জন্য ধোঁয়ার অত্যধিক নির্গমন, জল দূষণ এবং ভূমি দূষণের জন্য ধ্বংসাবশেষ এবং এয়ার কন্ডিশনার মেশিনের অত্যধিক ব্যবহার, পরিবেশকে অমানবিক উপায়ে হস্তান্তর করে মানুষ প্রতিটি মূল্যে একটি ক্লান্তিকর পরিবেশ।

মানুষ পরিবেশকে ডাস্টবিনের মতো করে রাখছে, অযথা ব্যবহার করছে, পরিবেশের সীমা বিপন্ন করে তার সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পুনরুদ্ধার করছে।

কৌট-জ্ঞানকৌট

শিল্পমন্ত্রী হিসাবে আমার প্রথম কাজ হল সিঙ্গুর থেকে বিতাড়িত টাটা কোম্পানিকে ফের সিঙ্গুরেই ফিরিয়ে আনা।

তাপস রায়, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তোলাবাজি ও হুমকির অভিযোগে ধৃত প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: এলাকায় তোলাবাজি ও বিজেপি কর্মীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার বুদবুদের চাকতেঁতুল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনুপ মেটে। বুধবার তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে বুদবুদ থানার পুলিশ। অনুপ মেটেকে গ্রেপ্তার করার খবর চাউর হতেই বুদবুদ থানার বাইরে জড়ো হয় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। সকলের হাতেই ছিল ডিম। রীতিমতো মাইক নিয়ে চোর স্লোগান দিতে দেখা যায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। থানার বাইরে উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে বুদবুদ থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা থানার বাইরে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের লাঠি নিয়ে তেড়ে ছত্রভঙ্গ করে। যদিও এদিন অনুপ মেটে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কোনও কথা বলতে চাননি।

এদিকে বিজেপি কর্মীরা পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন। ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা জানিয়েছেন, গত এক মাস আগে যে পুলিশ প্রশাসন টেবিলের তলায় লুকিয়ে ছিল তারা হঠাৎ করে সক্রিয় হল শুধুমাত্র বাংলায় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে বলে। তারা থানার বাইরে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কিন্তু পুলিশ প্রশাসন তাদের সরিয়ে দেয়। একজন চোরকে যেভাবে পুলিশ প্রটেকশন দিয়ে আদালতে পেশ করল তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

তাদের দাবি,অনুপ মেটে বালি পাচারের সাথে যুক্ত, মৃত মানুষের পরিবারের কাছে টাকা দাবি করত, না-দিলে হুমকি দিত। মঙ্গলবার জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বুদবুদে আসে। সেখানেই বিজেপি কর্মীরা তাকে গণধোলাই দেয়। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে। মঙ্গলবার রাতে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

মাটি কেটে ১০০ দিনের কাজের সূচনা বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসায় মাটি কেটে শুরু হল ১০০ দিনের কাজ।কাজের সূচনায় শ্রমিকদের সঙ্গে কোদাল হাতে মাটি কাটতে এবং ঝুড়ি ভোরে মাথায় করে মাটি ফেলতে দেখা যায় গলসির বিধায়ক রাজু পাত্রকে। বুধবার সকালে পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিদবিহার গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলঝোড় এলাকায় জেলায় প্রথম এই কর্মসূচির সূচনা হয়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় ১০০ দিনের কাজ শুরু হওয়ায় খুশির হাওয়া বইতে শুরু করেছে এলাকার শ্রমজীবী ও প্রান্তিক মানুষের মধ্যে। ২০২১ সালের পর থেকে রাজ্য জুড়ে এই প্রকল্পের কাজ কার্যত বন্ধ ছিল। ফলে বহু পরিবারের জীবিকায় টান পড়েছিল। রাজ্যে সরকার বদল হওয়ার পর অবশেষে ফের কাজ শুরু হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গলসির বিধায়ক রাজু পাত্র, কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্ত, জেলা ১০০ দিনের প্রকল্প আধিকারিক অতনু মণ্ডল, বিদবিহার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লক্ষ্মীমণি টুডু, বর্ধমান সদরের বিজেপির সহ-সভাপতি রমন শর্মা-সহ প্রশাসনের একাধিক আধিকারিকরা। কর্মসূচির সূচনায় বিধায়ক নিজে কোদাল হাতে মাটি কাটেন। পরে সেই মাটি ঝুড়ি ভরে মাথায় তুলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে কাজের উদ্বোধন করেন।

রাজু পাত্র বলেন, 'আমি গ্রামের ছেলে। মাটি কাটা আমার কাছে নতুন কিছু নয়। তাই মাটি তো কাটবই। প্রয়োজন হলে প্রতিদিন এখানে এসে ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করব। এতদিন দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে এই প্রকল্পের কাজ বন্ধ ছিল। এখন নতুনভাবে উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। বাংলায় বিজেপি সরকার গঠনের পর একের পর এক উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেই জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনে উন্নয়নের গতি আরও বাড়াতে নতুন নতুন প্রকল্প আনা হবে এবং গ্রামীণ এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।'

বেআইনি নির্মাণ না-ভাঙায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: বেআইনি নির্মাণ ভাঙা না-হওয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে হাওড়ার শ্যামপুর জুড়ে। অভিযোগ, আদালতের রায় সত্ত্বেও শ্যামপুরের নারিকেল বাড়ের বাসিন্দা জনৈক শুভময় পাখিরার বাড়ি-সহ বেশ কিছু বেআইনি বাড়ি ভাঙা না-হওয়ায় ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে শ্যামপুর শহর জুড়ে। জানা গিয়েছে, জনৈক শুভময় পাখিরা কোনও অনুমতি না-নিয়েই বেআইনি ভাবে বাড়ি তুলেছেন এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এদের মধ্যে জনৈক কুন্তল পাখিরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পরে আদালতের রায়ে প্রমাণিত হয় পুরো বাড়িটি বেআইনি ভাবে তৈরি হয়েছে। আদালত বেআইনি অংশ ভেঙে দেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিলেও এখনও পর্যন্ত সেই বেআইনি অংশ ভাঙা হয়নি।

মোদীর সুস্থতা কামনায় সর্বমঙ্গলা মন্দিরে যজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রধানমন্ত্রী মোদীর শাসন পূরণ হল ৪৩৯৯ দিন। প্রধান সেবকের সুস্থ কামনায় বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে বিজেপি-র মহাযজ্ঞ। নেহরুর রেকর্ড ভাঙলেন মোদী! বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে বিশেষ পুজো ও যজ্ঞে শামিল মন্ত্রী মৌমিতা। ইতিহাসের পাতায় নাম তুলেছেন মোদী। তাই বর্ধমানে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণে প্রার্থনা জেলা বিজেপির। এদিন মন্দিরে ভোগ খান মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র।

স্বাধীন ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে বুধবার এক নয়া ইতিহাস তৈরি হয়। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর দেশের ইতিহাসে নির্বাচিত প্রধান সেবক হিসেবে দীর্ঘতম মেয়াদের ঐতিহাসিক রেকর্ড স্পর্শ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টানা ৪,৩৯৯ দিন দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে থেকে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর রেকর্ড অতিক্রম করলেন। এই গৌরবময় এবং ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় বিশেষ পুজো ও যজ্ঞের আয়োজন করেন বর্ধমানের দক্ষিণের বিধায়কা তথা রাজ্যের মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র।

এদিন বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা সর্বমঙ্গলা মন্দিরে জেলা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব ও অগণিত নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে এই পুজো ও আরতির আয়োজন করা হয়। সম্পূর্ণ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মেনে, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে মোদীজির নামে বিশেষ সংকল্প করা হয়। পুজো হুম যজ্ঞ শেষে একেবারে সাধারণ মানুষের সাথে ১ আসনে বসে মন্দিরের ভোগ গ্রহণ করেন রাজ্যের মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র।

বেআইনি তৃণমূল কার্যালয় ভাঙা হল বিধায়কের নেতৃত্বে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে মাখলা ১ নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনি ঝিলপুকুর পাড়ে সরকারি জমিতে তৃণমূলের পার্টি অফিস বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে ফেলা হল, উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী।

এই ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়ে যায় মঙ্গলবার দুপুরে উত্তরপাড়ার বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী সরাসরি বুলডোজার নিয়ে হাজির হন উত্তরপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে ঝিলপুকুর পাড়ে এরপর শুরু হয় অপারেশন। বুলডোজার দিয়ে বেআইনি তৃণমূল পার্টি অফিস ভাঙ্গা শুরু হয়। উপস্থিত ছিল সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা ছিল পাড়ার লোকেরা অনেকক্ষণ ধরে ভাঙ্গার কাজ চলে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকেন বিধায়ক।

এই প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, 'উত্তরপাড়া বিধানসভা এলাকায় সরকারি জমিতে কোন বেআইনি পার্টি অফিস রাখতে দেব না সব ভেঙে দেওয়া হবে। এছাড়া এর আগে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে বেআইনি তৃণমূলের একটি পার্টি অফিস ভেঙে দেওয়া হয়েছে। উত্তরপাড়ার জিটি রোডের পাশে এর আগেও বেশ কিছু এরকম পার্টি অফিস ভেঙে দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা অভিযানে নেমেছি সাধারণ মানুষের পাশে আছি, থাকব। তৃণমূল কর্মীদের বক্তব্য পার্টি অফিসের ভেতরে থাকা ক্যারাম বোর্ড, কড়াই, টুল, চটি-সহ বেশ কিছু জিনিস খোয়া গিয়েছে। তারা আরও জানালেন, 'আমাদের আগে থেকে একটু বলে দিলে ভালো হতো জিনিসপত্র সরিয়ে নেওয়ার সময় পেতাম ভাঙতে এসে জিনিসপত্র সব লোপাট হয়ে গেল। এই সরকারের কাছে আরও ভালো কিছু আশা করেছিলাম।'

বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবস উদযাপিত সিউড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবস উদযাপিত হল সিউড়ি হামিদিয়া হাই মাদ্রাসা স্কুলে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের খাদ্য নিরাপত্তা বিভাগের আয়োজনে এই অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক দের খাদ্য নিরাপত্তা দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরেন জেলা ফুড সেফটি অফিসার সৌরভ বসাক।

অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের পক্ষে মৃণালজিৎ গোস্বামী বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে হবে প্রচার চালাতে হবে সর্বস্তরে নজরদারি বাড়াতে হবে রাস্তার দু'ধারে খোলা খাবারের দোকানগুলি বা স্টলগুলির ওপর। অনুষ্ঠানে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের আধিকারিক বিধু ভুষণ সাহা বলেন, খাবার কেনার আগে ম্যানুফ্যাকচারিং ও এক্সপায়ারি ডেট অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে পাশাপাশি নজর রাখতে হবে খাবারে বা সবজিতে, ফলে কোনও কেমিক্যাল বা রং মেশানো হচ্ছে কিনা। এদিনের অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে হাতেকলমে ভেজাল চেনানোর নানা কলা কৌশল ছাত্রছাত্রীদের দেখিয়ে দেন খাদ্য নিরাপত্তা বিভাগের আধিকারিকেরা। তারা সতর্ক করে ছাত্রছাত্রীদের কাটা ফল, রং মেশানো খাবার, জাঙ্ক ফুড, রঙিন পানীয় না-খাওয়ারও পরামর্শ দেন। স্কুলের পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষিকা উমেই সালমা আজমিরা বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠান শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের আরও সচেতন করে তুলবে।

তৃণমূলের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মামলা পদত্যাগী কাউন্সিলরদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, টাকি: ক্ষমতা হারাতেই নিজেদের মধ্যেই আইনি লড়াই শুরু করলেন তৃণমূল কর্মীরা। এবার টাকি পুরসভার তৃণমূলের চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখার্জির বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন তৃণমূলেরই পদত্যাগী কাউন্সিলর।

সরকার বদলের পর একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগে সামনে আসছে। টাকি পুরসভাতেও এমন দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা করলেন পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদ্য পদত্যাগী তৃণমূলের কাউন্সিলর প্রদ্যুৎ দাস। জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। পুরসভার একাধিক আর্থিক দুর্নীতি, পুরবোর্ড পরিচালনায় অনিয়ম-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে মামলায়।

কাউন্সিলর প্রদ্যুৎ দাসের তরফে আইনজীবী ওমর ফারুক গাজি জানান, একসময় তৃণমূল পরিচালিত টাকি পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছিলেন। লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন বিগত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের কাছে । এই ঘটনা নিয়ে ২০২৩ সালের ২২ আগস্ট বিধানসভাতেও তিনি গিয়ে সরব হয়েছিলেন। এই দুর্নীতির কথা তুলেও ধরেছিলেন তিনি। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। আর সেই সময় পুরসভার বিরুদ্ধে মুখ খোলায় তাকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিলেন অনেকে। তাই তিনি এবার পদত্যাগের পরেই জনস্বাস্থ্য মামলা করলেন।

এসবিআই মোহনপুর শাখা (১৫২৭৪)
গ্রাম : মোহনপুর, পো - মোহনপুর
থানা - মোহনপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন - ৭২১৪৩৬ ইমেল : sbi.15274@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

রিনা বিবি (প্রয়াত) এসবিআই মোহনপুর শাখায় স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে একটি স্বর্ণঋণ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ঋণগ্রহীতা বা তাঁর আইনি উত্তরাধিকারী সংশ্লিষ্ট নোটিশের যথাযথ কোনো উত্তর দেননি অথবা নোটিশটি অবণ্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এমতাবস্থায়, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি নিলামের দিন অর্থাৎ **১৯.০৬.২০২৬** তারিখের পূর্ববর্তী দিন **১৮.০৬.২০২৬**-এর **বিকেল ৪টার মধ্যে** এই স্বর্ণঋণ পরিশোধ বা নিষ্পত্তি না করা হয়, তবে বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলো কোনো প্রকার বাড়তি নোটিশ ছাড়াই শাখার প্রাঙ্গণে নিচে উল্লিখিত সময় ও তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ঋণগ্রহীতা বা তাঁর আইনি উত্তরাধিকারীকে বহন করতে হবে। যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত বা প্রত্যাহার করার এবং নিলাম চলাকালীন তা মাঝপথে বন্ধ করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে। নিলামে বিজয়ী ব্যক্তি সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারগুলোর দখল বুঝে নিতে পারবেন।

ঋণগ্রহীতা : রীনা বিবি (প্রয়াত)

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৯.০৬.২০২৬	দুপুর ৩টে থেকে থেকে বিকেল ৪টে	২০ ক্যারট	মোট ওজন ১২.৫০০ নিট ওজন ১০.০০০	১টি চেন ১টি আংটি
২.	১৯.০৬.২০২৬	দুপুর ৩টে থেকে থেকে বিকেল ৪টে	২০ ক্যারট	মোট ওজন ৪.২০০ নিট ওজন ৩.২০০	২টি কানের ঝুমকো

তারিখ: ১১.০৬.২০২৬
স্থান: মোহনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

এসবিআই আরএএসএমইসিসিসি-কাম এসএআরসি (১০২৬৪)
৪র্থ তল মিউনিসিপ্যাল
হকার্স মার্কেট, বর্ধমান (৭১৩১০১)

সংশোধনী

আমাদের এই সংবাদপত্রে ০৭.০৬.২০২৬ সংস্করণে দখল নোটিশ অধীনে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে **(ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী সুকান্ত রায়)** বিজ্ঞাপনের একেবারে শেষে পড়তে হবে **"এসবিআই আরএএসএমইসিসিসি-কাম এসএআরসি বর্ধমান"**, -'এসবিআই এসএআরবি বর্ধমানের' পরিবর্তে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

TRC/301/2026 **15.05.2026**

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স শ্রী দুর্গা প্রসন্ন এন্টারপ্রাইজার এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) মেসার্স শ্রী দুর্গা প্রসন্ন এন্টারপ্রাইজার এবং অন্যান্য,
১৫/১/১, কালিনাথ ঘোষাল রোড, আড়িয়াদহ, কামারহাটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৭
(সিডি ২) শ্রীমতি মুক্তি গুহঠাকুরতা,
স্বামী শ্রী সমরেশ গুহঠাকুরতা, স্বত্বাধিকারী -মেসার্স শ্রী দুর্গা প্রসন্ন এন্টারপ্রাইজ, ১, কালিনাথ ঘোষাল রোড, আড়িয়াদহ, কামারহাটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৫৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, **ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)** কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট অনুযায়ী পরিমাণ **৫৩৪৩৪৪১.৫৫ টাকা (তিপান্ন লাখ তেতাল্লিশ হাজার চারশ একচল্লিশ টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১০.৩৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **১১.১২.২০১৯** থেকে সমুদয় শুল্ক **৫৬০০০ (ছাপান্ন হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/ সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১০.০৭.২০২৬** তারিখে সকাল **১০.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : **১৫.০৫.২০২৬**

স্বা/- রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল
কলকাতা (ডিআরটি ২)

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

TRC/152/2026 **21.05.2026**

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স মন্ডল পেপার প্লেট এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) মেসার্স মন্ডল পেপার প্লেট এবং অন্যান্য,
১/১- আকালিকাপুর, পো : কাজিপাড়া, থানা : বসিরহাট, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০১২৫,
আরও
কালিকাপুর রোড, কাজিপাড়া নং ৩৪৬০, জেএল নং -৭৮, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০১২৫
(সিডি ২) মিজানুর রহমান
পিতা আবদুল রহমান, স্বত্বাধিকারী - মেসার্স মন্ডল পেপার প্লেট, নিবাস : কালিকাপুর রোড, পো : কাজিপাড়া, উত্তরহাট নৌজা খতিয়ান নং ৩৪৬০, জেএল নং ৭৮, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০১২৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, **ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)** কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট অনুযায়ী পরিমাণ **৮৩৪৬১২৯.৭৯ টাকা (তিরাশি লাখ ছেচল্লিশ হাজার একশ উনত্রিশ টাকা এবং উনআশি পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১০.৮৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **০৮.১১.২০১৯** থেকে সমুদয় শুল্ক **৮৬০০০ (ছিয়াশি হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/ সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১১.০৬.২০২৬** তারিখে সকাল **১০.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : **২১.০৫.২০২৬**

স্বা/- রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল
কলকাতা (ডিআরটি ২)

ফর্ম নং ইউআরসি-২
অধ্যায় XXI এর অংশ I এর অধীনে নিবন্ধনের বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী, **পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলের কলকাতা-১-এর নিবন্ধকের নিকট গ্রহ প্রবেশ পলিমার এলএলপি** একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছে। এই আবেদনের উদ্দেশ্য হলো, একটি অংশীদারি এলএলপি-কে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা।
২. কোম্পানিটির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ : **প্রাথমিক অবস্থায় প্লাস্টিক সামগ্রীর পাইকারি ব্যবসা এবং প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন।**
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া 'মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন' এবং 'আর্টিকলস অফ অ্যাসোসিয়েশন' -এর প্রতিলিপি ৩৪/৬এ পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, কালীতলা সর্দার পল্লী, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা - ৭০০০৪১ (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)-এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, এই আবেদনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তির আপত্তি থাকলে তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে 'কর্পোরেট ভবন, ৫ম তল, প্লট নং III/F/16, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫'-এ অবস্থিত নিবন্ধকের কাছে লিখিতভাবে তাঁর আপত্তি জানাতে পারেন এবং একই সাথে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসেও তার একটি প্রতিলিপি পাঠাতে পারেন।

তারিখ ১১ জুন, ২০২৬

আবেদনকারীর নাম(গুলি)
১. শ্রী কৌশল বৈদ
২. শ্রীমতি প্রিয়া বৈদ

ফর্ম নং ইউআরসি-২
অধ্যায় XXI এর অংশ I এর অধীনে নিবন্ধনের বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী, মা ডায়াগনস্টিক সেন্টার অ্যান্ড প্যাথলজিক্যাল ল্যাব এলএলপি -কে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত করার জন্য **পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাঞ্চল অঞ্চলের কলকাতা-১**-এর নিবন্ধকের কাছে আবেদন করা হয়েছে।
২. কোম্পানিটির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :
স্বাধীন ডায়াগনস্টিক/প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির সামগ্রিক কার্যক্রম।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি প্রতিলিপি ১১৮ বি, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৪, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১৪ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, এই আবেদনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তির আপত্তি থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে 'কর্পোরেট ভবন, ৪র্থ তল, প্লট নং III/F/16, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫'-এ অবস্থিত নিবন্ধকের কাছে লিখিতভাবে তাঁর আপত্তি জানাতে পারেন এবং একই সাথে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসেও তার একটি প্রতিলিপি পাঠাতে পারেন।

তারিখ ১১ জুন, ২০২৬

আবেদনকারীর নাম(গুলি)
১. শ্রী দেবরূপ ঘটক
২. শ্রীমতী কস্তুরী মল্লিক

IndusInd Bank
রিজিওনাল অফিস : ৩এ, আপার উড স্ট্রিট শাখা, ২য় তল, সাবিত্রী টাওয়ার, কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (রুল-৮(১) দেখুন)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি. এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **২২.০১.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **চন্দ্র পাওয়ার ইলেক্ট্রনিকস সিস্টেম** (ঋণগ্রহীতা, অংশীদারগণ কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী - সৌমিক সাঁতরা, সুমিত্রা হাজরা এবং তুলি ব্যানার্জি ওরফে সারিকা খাতুন) **সৌমিক সাঁতরা** (জামিনদাতা), **সুমিত্রা হাজরা** (জামিনদাতা) এবং **তুলি ব্যানার্জি ওরফে সারিকা খাতুন** (জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা) নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১,০৭,৯৪,৩১৬.০০ টাকা (এক কোটি সাত লাখ চুরানব্বই হাজার তিনশ ষোলো টাকা)** উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে, পূর্বোক্ত চাহিদা বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত তারিখ থেকে, নথিভুক্ত হারে পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অ্যাক্টের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৯ জুন ২০২৬** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনও প্রকার লেনদেনে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি. উল্লিখিত **১,০৭,৯৪,৩১৬.০০ টাকা (এক কোটি সাত লাখ চুরানব্বই হাজার তিনশ ষোলো টাকা)** প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে, পূর্বোক্ত চাহিদা বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত তারিখ থেকে, নথিভুক্ত হারে পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারেও।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ০৩ (তিন) কাঠা ১৪ (চৌদ্দ) বর্গফুট বা ৫ (পাঁচ) শতক তদস্থিত তিন তলা ভবন ঢাকা এরিয়া ৪১৫৫ (চার হাজার একশো পঞ্চান্ন) বর্গফুট অবস্থিত আরএস দাগ নং ১২৬, আরএস খতিয়ান নং ১৬৬, এলআর দাগ নং ১২৭, এলআর খতিয়ান নং ১০৩/২, মৌজা - পোদরা, জেএল নং ৩৮, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, চৌহদ্দি :
উত্তরে : ধনপতি দেবীর জমি এবং ভবন।
দক্ষিণে : ৬ (ছয়) ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
পূর্বে : খেলার মাঠ।
পশ্চিমে : চারুবালা রায়ের জমি এবং ভবন।
*** সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল নং ০৭৪৯৩ -২০০৯ সালের, তারিখ ৩১.০৭.২০০৯ অনুযায়ী উল্লিখিত রেজিস্ট্রিকৃত সম্পত্তি সারিকা খাতুন এর নামে, যার নাম পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়ে তুলি ব্যানার্জি হয়েছে বিবাহের পর।

তারিখ- ০৯.০৬.২০২৬
স্থান- হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

দি গ্রোব টি কোম্পানি লিমিটেড
CIN : L74110WB1895PLC000963
রেজি অফিস : "হাউট স্ট্রিট", ১০ম তল,
৮৬এ তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ০৪৬
টেলিফোন নং : ০৩৩-৪০০৩১৩২৫/২৬
ইমেল : grobtea@rawalwasia.co.in, **ওয়েবসাইট :** www.grobtea.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ
ভৌত শেয়ারের হস্তান্তর অনুরোধ পুনরায় নথিভুক্তির জন্য
বিশেষ উইন্ডো খোলা হচ্ছে

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97, তারিখ ০২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, ভৌত সিকিউরিটিজের হস্তান্তর দলিল পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছিল, যা ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে বন্ধ হয়ে গেছে। আরও সেবি-এর ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগ সহজ করতে এবং বিনিয়োগকারীদের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য, ০১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে বিক্রি/ক্রয় করা ভৌত সিকিউরিটিজের হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য আরেকটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে। এই বিশেষ উইন্ডোটি সেইসব হস্তান্তর অনুরোধের জন্যও উপলব্ধ থাকবে, যা পূর্বে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্র/প্রক্রিয়া/বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত/অমীমাংসিত ফেরত এসেছিল। এই সুবিধাটি **০৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭** পর্যন্ত এক বছরের জন্য কার্যকর থাকবে।
এই সময়কালে যোগ্য শেয়ারহোল্ডারগণ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ঠিকানায় ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং ৭এ ও ৭বি, কলকাতা-৭০০০১৭ অথবা **nichetechpl@nichetechpl.com**-এ ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন জমা/পুনরায় জমা দিতে পারবেন এবং হস্তান্তরের জন্য যে সিকিউরিটিজগুলি জমা/পুনরায় জমা দেওয়া হবে (কোম্পানি/ আরটিএ-এর কাছে বর্তমানে বিচারাধীন অনুরোধগুলি সহ), সেগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে ইস্যু করা হবে। এই ধরনের হস্তান্তর-কাম-ডিম্যাট অনুরোধের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।
ঘোষিত সার্কুলারটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.grobtea.com**-এও পাওয়া যাচ্ছে।

দি গ্রোব টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নেহা সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ : ১০.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., ৮ম তল,
এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ
হেড অফিস : আইডিবিআই টাওয়ার, ডব্লিউটিসি কমপ্লেক্স,
কাফে প্যারাডে, মুম্বই - ৪০০ ০০৫

কারণ দর্শানোর নোটিশ
ঋণগ্রহীতা : চন্দ্র প্রোটেকো লি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ/সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে আরবিআই মাস্টার ডিরেকশনস অন ফ্রড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কস (রিজিওনাল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সহ) অনুযায়ী জালিয়াত শ্রেণিভুক্ত করার প্রক্রিয়া এবং অল ইন্ডিয়া ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ১৫ জুলাই ২০২৪ তারিখ (মাস্টার ডিরেকশনস) শুরু হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট অনুযায়ী নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে চন্দ্র প্রোটেকো লি. (জালিয়াত শ্রেণিভুক্ত হিসেবে) এর পূর্বতন প্রোমোটারগণ/ডিরেক্টরগণ/জামিনদাতাগণ এর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক কর্তৃক কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে এবং তা অবন্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে।

নাম	ঠিকানা	পদাধিকার
শ্রীমতি অপর্ণা গুপ্তা	৫৩, টেগোর টাউন, এলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশ-২১১০০২	পুরা সময়ের ডিরেক্টর (ডব্লিউটিডি)/ প্রমোটার
শ্রী রঞ্জিত গুপ্তা	৫৩, টেগোর টাউন, এলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশ-২১১০০২	ডিরেক্টর (প্রমোটার)
শ্রী অনিলেশ গুপ্তা	৫৩, টেগোর টাউন, এলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশ-২১১০০২	ডিরেক্টর (প্রমোটার)
হরি ব্যাপার প্রা লি.	রেজিস্টার্ড অফিস - ২বি, গ্র্যান্ট লেন, ৩য়তল, কলকাতা-৭০০০১২	কর্পোরেট জামিনদাতা
সারদা কনফাইন প্রা লি.	রেজিস্টার্ড অফিস - ২বি, গ্র্যান্ট লেন, ৩য়তল, কলকাতা-৭০০০১২	কর্পোরেট জামিনদাতা
দাতুম সিকিউরিটিজ লি.	রেজিস্টার্ড অফিস - ২বি, গ্র্যান্ট লেন, ৩য়তল, কলকাতা-৭০০০১২	কর্পোরেট জামিনদাতা
ভার্চুয়াস হোল্ডিংস প্রা লি.	রেজিস্টার্ড অফিস - মার্কেনটাইল বিল্ডিং ৯/১২, লাল বাজার স্ট্রিট, ৩য়তল, ব্লক -ই, কলকাতা, পিন -৭০০০০১এবং ৪০৫এ, ১৬৫, রবীন্দ্র সরণি কলকাতা - ৭০০০০৭	কর্পোরেট জামিনদাতা

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ/সংস্থাগুলি, আগ্রহী হলে, অবিলম্বে কারণ দর্শানোর নোটিশ স্বয়ং বা যথাযথভাবে অনুমোদিত ব্যক্তি দ্বারা পরিচিতির প্রামাণ্য নথি পেশ করে উক্ত ঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

আপনার বিশ্বস্ত
(অরুণ কুমার ভার্মা)
(ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার)

তারিখ : ১১.০৬.২০২৬

IndusInd Bank
রিজিওনাল অফিস : ৩এ, আপার উড স্ট্রিট শাখা, ২য় তল, সাবিত্রী টাওয়ার, কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (রুল-৮(১) দেখুন)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি. এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **২৯.০১.২০২৬** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **শ্রী মহাবীর ট্রেডিং কোং** (ঋণগ্রহীতা, স্বত্বাধিকারী কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী - শম্ভু নাথ আগরওয়াল) **শম্ভু নাথ আগরওয়াল** (স্বত্বাধিকারী - শ্রী মহাবীর ট্রেডিং কোং এবং জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা) **সীতারাম আগরওয়াল** (জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা) এবং **বীনীতা আগরওয়াল** (জামিনদাতা) নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,০৪,৫৮,৯১৫.৯৫ টাকা (এক কোটি চার লাখ আটান্ন হাজার নশো পনের টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা)** উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে, পূর্বোক্ত চাহিদা বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত তারিখ থেকে, নথিভুক্ত হারে পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অ্যাক্টের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৮ জুন ২০২৬** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনও প্রকার লেনদেনে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি. উল্লিখিত **১,০৪,৫৮,৯১৫.৯৫ টাকা (এক কোটি চার লাখ আটান্ন হাজার নশো পনের টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা)** প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে, পূর্বোক্ত চাহিদা বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত তারিখ থেকে, নথিভুক্ত হারে পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারেও।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি ১ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২০২, পরিমাপ আনুমানিক ১১১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, ৩ বেড রুম, ১ কিচেন, ২ প্রিভি এবং বাথরুম (টয়লেট), ২ বারান্দা, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ইত্যাদি মোজাইক মেঝে, অবস্থিত ৩য়তলে, পশ্চিম কোনে ব্লক বি ভবনে, নির্মিত জমির পরিমাপ আনুমানিক ১৭ কাঠা ১৩ ছটাক ২৩ বর্গফুট হাওড়া পৌর সভার ওয়ার্ড নং ১১, থানা : গোলাবাড়ি, জেলা হাওড়া, পিন : ৭১১১০৬, জেলা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, হাওড়া অধিক্ষেত্রে চৌহদ্দি :
উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : খোলা জায়গা।
পূর্বে : সকলের ব্যবহারের সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং ২০১। পশ্চিমে : খোলা জায়গা।
***সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ বিক্রয় দলিল নং ১১৩৭৬-২০১৪ সালের তারিখ ০৪.১২.২০১৪ রেজিস্ট্রিকৃত শম্ভু নাথ আগারওয়াল এর নামে।

সম্পত্তি ২ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ডি-৪, পরিমাপ আনুমানিক ৬৩৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, দুই বেড রুম,এক কিচেন, এক টয়লেট, ডাইনিং স্পেস ছোট বারান্দা সহ অবস্থিত ৪র্থতলে দক্ষিণ -পশ্চিম দিকে, প্রেমিসেস পরিচিত বৈদ্য ভবন হিসেবে, নির্মিত জমির পরিমাপ আনুমানিক ৫ কাঠা ১২ ছটাক ৩৮ বর্গফুট , হাওড়া পৌর সংস্থার হোল্ডিং নং ১৭/১,সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি লেন,সালকিয়া, হাওড়া পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪,থানা -এম পি ঘড়া, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৬, জেলা অফিস এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, হাওড়া, চৌহদ্দি :
উত্তরে : সিঁড়ি, দক্ষিণে : খোলা জায়গা।
পূর্বে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট। পশ্চিমে : খোলা জায়গা।
*** সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ নির্দিষ্টভাবে হস্তান্তর দলিল নং ০৫৮৫৬ -২০০৮ সালের তারিখ ০৩.০৬.২০০৮ রেজিস্ট্রিকৃত সীতারাম আগরওয়াল এর নামে অনুযায়ী উল্লিখিত।

তারিখ- ০৮.০৬.২০২৬
স্থান- হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

কাল মালদহ সফরে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ১২ জুন শুক্রবার মালদা সফরে আসছেন রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তার আগেই সুস্থানি মোড়ের নাম বদলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মোড় নামকরণ এবং বিমানবন্দর চালু-সহ একাধিক দাবির বিষয়গুলির নিয়ে জেলাশাসককে জানালেন, ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক অম্লান ভাদুরি। জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর কথা বলেছেন বিজেপির ওই বিধায়ক। তিনি আশাবাদী, মালদায় বিমানবন্দর যেমন চালু হবে। ঠিক তেমনই গড়ে উঠবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মোড়ের নাম। এছাড়াও চাতরা বিল বেআইনি ভাবে ভরাট বন্ধ করা বিষয়ে জেলাশাসককে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ইংরেজবাজার শহরের ওল্ড সার্কিট হাউসকেও নতুন করে সাজিয়ে তোলার ক্ষেত্রেও দাবি জানিয়েছেন বিজেপির বিধায়ক তথা ইংরেজবাজার পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অম্লান ভাদুড়ি।

এদিন একটি সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি বিধায়ক বলেন, ‘সুস্থানি মোড় থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরেই রয়েছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর রামকেলি ধাম। যেখানে প্রায় ৫০০ বছর আগে মহাপ্রভু এসেছিলেন। তাঁর পায়ের ছাপ আজও আছে। তাই সেই এলাকার সুস্থানি মোড়ের নাম বদলেই মহাপ্রভু চৈতন্য মোড় করার ইচ্ছা প্রকাশ আমরা করেছি।’ বিধায়ক বলেন, মালদার হেরিটেজ বিল্ডিং ওল্ড সার্কিট হাউসের পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে জেলাশাসককে জানানো হয়েছে। সেই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে তিনি ওল্ড সার্কিট হাউস থেকে ডিভিশনাল কমিশনারের অফিস অন্যত্র সরানোর দাবি জানিয়েছেন। তবে শুধু ডিভিশনাল কমিশনারের অফিস সরানো নয়। পাশাপাশি তিনি ওল্ড সার্কিট হাউস সংস্কার করে জেলার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে সংরক্ষণ করার দাবি জানিয়েছেন।

বিজেপি বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, মালদা বিমানবন্দরে আপাতত ১৯ সিটের বিমান চালুর যাতে ব্যবস্থা করা যায় সে ব্যাপারেও এদিন অন্যান্য দাবি-দাওয়ার সঙ্গে জেলাশাসককে এই বিষয়টিও জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলা শাসকের মাধ্যমেই এইসব দাবি-দাওয়ার বিষয়গুলিও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানানো হয়েছে। বিমানবন্দর চালু হলে মালদার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ এবং দুই দিনাজপুর জেলার সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরাও অনেকটাই উপকৃত হবেন।

এদিকে ১২ জুন (শুক্রবার) মালদায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাই মুখ্যমন্ত্রীর আগমণকে ঘিরে মালদায় শুরু হয়েছে জোর প্রশাসনিক তৎপরতা। যার অঙ্গ হিসেবে বুধবার জেলাশাসক রাজেনবীর সিং কাপুর, অতিরিক্ত জেলাশাসক অনিন্দ সরকার, জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা মিলে প্রথমে মালদা বিমান বন্দর পরিদর্শনে যান। পুলিশ কুকুর ও মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পুলিশ আধিকারিকরা বিমান বন্দরের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নানান দিক খতিয়ে দেখেন।

প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি হেলিকপ্টারে চেপে মালদা বিমান বন্দরে নামবেন। এরপর তিনি বিমান বন্দর থেকে গাড়ি চেপে সোজা মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে অংশ নেবেন। তাই মুখ্যমন্ত্রীর আগমণের প্রাক্কালে বুধবার জেলাপ্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা মালদা বিমান বন্দর এবং মালদা কলেজ অডিটোরিয়াম পরিদর্শনে যান। সেখানকার প্রস্তুতিমূলক কাজকর্ম সহ নিরাপত্তার দিক খতিয়ে দেখেন।

আবাসের কাটমানির অভিযোগে ধৃত পঞ্চায়েত সদস্যের স্ত্রী ফেরালেন টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: আবাস যোজনার কাটমানির লক্ষ লক্ষ টাকা ফেরত দিলেন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের স্ত্রী। তৃণমূলের মেম্বার জেল হেপাজতে, তাই স্বামীর চুরির কৃতকর্মের খেসারত দিলেন স্ত্রী। নাম ডেকে টিপসই ও সই করে কাটমানির টাকা ফেরত দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের সাকচুড়া বাগুন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের ইটিন্ডা ৫৬ নম্বর বুথে।

গত ৮ দিন আগে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যর দুলাল দাসের বাড়িতে চড়াও হয়েছিল গ্রামবাসীরা। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে দুলাল দাসকে বসিরহাট থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তিনি এখন জেল হেপাজতের রয়েছেন। কিন্তু উপভোক্তারা নাছোড়বান্দা, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দিয়েছে এই দাবিতে তাদের মধ্যে কারও থেকে ৫০০০, কারও থেকে ১০,০০০ এমনকি ১৫,০০০ আবার ২০,০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়েছে ওই তৃণমূলের মেম্বার। এই নিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়। তারপর অভিযুক্ত সদস্যের স্ত্রী ও দাদা সিদ্ধান্ত নেন যাদের কাছ থেকে কাটমানি নিয়েছেন তাদের টাকা ফিরিয়ে দেবেন।

সেই মতো মঙ্গলবার একটি জায়গায় নামের তালিকা বের করে রীতিমতো নাম ডেকে প্রত্যেকের হাতে আবাস যোজনার কাট মানির টাকা ফেরত দিয়ে দেন। বসিরহাট ৫ নম্বর মন্ডলের সভাপতি টুকাই পাল সম্পাদক তপন সরকারের উদ্যোগে প্রায় ৫০ জনকে সেই অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। টাকা পেয়ে খুশি উপভোক্তারা। এখনও যেগুলো বাকি আছে ধাপে ধাপে সেই অর্থ ফিরিয়ে দেবেন বলে জানিয়েছেন তৃণমূল মেম্বারের স্ত্রী মীরা দাস।

তিনি বলেন, ‘আমার স্বামী আবাস যোজনা করিয়ে দেওয়ার নামে নাকি টাকা নিয়েছিল বলে দাবি করেছে গ্রামের মানুষ। তাদের দাবিমতো টাকা ফেরত দিচ্ছি। তারা বলেছে টাকা ফেরত পেলে অভিযোগ তুলে নেবে। আমার স্বামী এখন জেলে রয়েছেন। তাদের প্রতিশ্রুতি মতো সেই অর্থ আমরা ফিরিয়ে দিচ্ছি।’ পাশাপাশি তৃণমূল মেম্বারের দাদা তপন দাস বলেন, ‘একটি বৈঠক হয়েছিল যাদের কাছে অর্থ নেওয়া হয়েছিল তাদেরকে আমরা ফেরত দিচ্ছি যাতে আমার ভাই ছাড়া পায় তারা কথা দিয়েছেন।’ টাকা ফেরত পেয়ে রীতিমতো খুশি ইটিন্ডার ৫৬ নম্বর বুথের গ্রামবাসীরা।

অবৈধ বালি পাচার ও কাটমানির অভিযোগ সিভিকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কেতুগ্রাম: এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে অবৈধ বালি উত্তোলন, বালি পাচার এবং সরকারি প্রকল্পে কাটমানি আদায়ের গুরুতর অভিযোগ। গ্রামবাসীরা থানায় লিখিত অভিযোগ জানায়। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম এলাকায়। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে প্রভাব খাটিয়ে বেআইনি কর্মকাণ্ড চালাতেন ওই সিভিক ভলান্টিয়ার। স্থানীয়দের দাবি, তাঁর ভয়ে এতদিন কেউ মুখ খুলতে সাহস পাননি। রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হতেই প্রশাসন কড়া হতেই সাহস পেয়েছেন কেতুগ্রাম-১ নম্বর ব্লকের পালিটা গ্রাম পঞ্চায়েতের নারেঙ্গা গ্রামের বাসিন্দারা। ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম সন্তোষ গড়াই।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গ্রামের অজয় নদ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে বছরের পর বছর জেসিবি মেশিন দিয়ে অবৈধভাবে বালি তোলা এবং পাচার করা হয়েছে। বর্তমানে নদীর বাঁধের ওপারে বিশাল এলাকাজুড়ে ২০০ থেকে ২৫০ ফুট গভীর খাদ তৈরি হয়েছে বলে দাবি গ্রামবাসীদের। তাঁদের অভিযোগ, এই খাদ অবৈধ বালি উত্তোলনেরই ফল। এখনও সেখানে বিপুল পরিমাণ বালি মজুত রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। গ্রামবাসীদের আশঙ্কা, বর্ষাকালে অজয় নদের জলস্তর বৃদ্ধি পেলে ওই গভীর খাদ এবং নদেরতীরের ক্ষয়ের কারণে বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। শুধু বালি নয়, আবাসের ঘরের কাটমানি আত্মসাত করেছে সে।

স্থানীয়দের আরও দাবি, একশো দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাস যোজনার মতো বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে কাটমানি আদায় করা হতো। কেউ প্রতিবাদ করলে পুলিশি মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হতো বলেও অভিযোগ। ফলে দীর্ঘদিন ধরে আতঙ্কের পরিবেশে বসবাস করছিলেন গ্রামের বাসিন্দারা। সরকার পালাবদলের পর এলাকা ছাড়া সে।

স্থানীয়দের বক্তব্য, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর সাহস সঞ্চয় করে একজোট হয়ে কেতুগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁরা। অভিযোগ জমা পড়ার পর থেকেই ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না বলে দাবি গ্রামবাসীদের। তার বাড়িতে খোঁজ নিতে গেলে পরিবারের সদস্যরা জানায়, তিনি থানায় রয়েছেন। গোটা ঘটনায় তার বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযোগের তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানা এলাকার এক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন নাবালিকা কিশোরীকে গণধর্ষণের অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনায় তিন প্রতিবেশী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বুধবার ধৃতদের কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে আদালতের বিচারক তিন জনকে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দু’মাস আগে তারা ওই নাবালিকাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর বিষয়টি কাউকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ পরিবারের।

ভয় ও আতঙ্কের কারণে দীর্ঘদিন বিষয়টি প্রকাশ্যে না এলেও, সম্প্রতি ঘটনাটি জানাজানি হয়। এরপর গত ৮ই জুন পূর্বস্থলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মঙ্গলবার তিন জনকে গ্রেপ্তার করে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। বুধবার ধৃতদের কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ।

পুলিশের দাবি, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নাবালিকার ডাক্তারি পরীক্ষা-সহ প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।ধৃতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকে ইস্তফার হিড়িক! পদত্যাগ দুবরাজপুরেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: বীরভূমের সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকে একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান ও সদস্যদের পদত্যাগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুরন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান-সহ ৯ জন সদস্য, অবিনাশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং বনসংকা গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান, উপপ্রধান-সহ মোট ১৩ জন সদস্য বিডিও-র কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।

পদত্যাগকারীদের অধিকাংশই শারীরিক অসুস্থতাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। বিজেপির বীরভূম জেলা সভাপতি উদয়শঙ্কর ব্যানার্জি দাবি করেন, সরকার পরিবর্তনের পর তৃণমূল পরিচালিত বিভিন্ন পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা পদত্যাগ করছেন। তাঁর অভিযোগ, অতীতে বিভিন্ন অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন বুঝতে পেরে পদত্যাগের পথ বেছে নিচ্ছেন।

অন্যদিকে, পদত্যাগকারীদের একাংশের দাবি, ব্যক্তিগত ও শারীরিক কারণেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একাধিক পঞ্চায়েতে ধারাবাহিক পদত্যাগের ঘটনায় জেলার রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। সাঁইথিয়ার পর এবার দুবরাজপুর পুরসভাতেও পদত্যাগের হিড়িক! বুধবার বিকেল চারটে নাগাদ চেয়ারম্যান পীযূষ পান্ডে ভাইস চেয়ারম্যান শওকত আলি মির্জা-সহ ৯ পুর কাউন্সিলর পদত্যাগপত্র জমা দেন সিউড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে রেজাল্ট বেরনোর কয়েকদিনের মাথায় আগেই তিন কাউন্সিলর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন এসডিওর কাছে বুধবার আরও ৯ জন জমা দিলেন। ১৬ আসন বিশিষ্ট দুবরাজপুর পুরসভা এই পদত্যাগের ফলে তৃণমূল আরেকটি পুরসভা হারাল।

সিউড়ির বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এখন রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী। বুধবার তিনি দায়িত্ব বুঝে নেন। তার এবং প্রতিটি কর্মীর মঙ্গল কামনা করে সিউড়ি বড় কালীবাড়ি মা ভবতারিণীর কাছে পুজো দিল সিউড়ি শহর বিজেপি। পুজো দিয়ে লাড্ডু বিতরণ করছেন বিজেপির শহর-সভাপতি সুনয়ন ভান্ডারী।

নিজে চাষার ছেলে, কৃষি কাজ সব জানেন বোঝেন, চাষও করেন। এবার রাজ্যে বিধানসভা ভোটে দাঁড়িয়ে একেবারে পূর্ণমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী। নিজের গ্রাম ব্রাহ্মণ বহড়া গ্রামে মা কালীর মন্দিরের পুজো দিলেন প্রণাম করলেন। তিনি দুধকুমার মণ্ডল। বিজেপির দুর্দিনে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দল করে গিয়েছেন। বুধবার সাধারণ মানুষের আশীর্বাদে তিনি কৃষিমন্ত্রী হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীজির ১২ বছর শাসনকাল পূর্তিতে নিজের গ্রামে পুজো দিতে এলেন খুশি সকলেই আবেগে আপ্লুত গ্রামবাসীরা দলীয় কর্মীরা উলুধ্বনি দিয়ে শঙ্খ বাজিয়ে বরণ করলেন। সকলকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের গরিব কৃষকদের মুখে যাতে হাসি ফোটে তার জন্যই চেষ্টা চালাবেন তিনি।

আরামবাগে শুরু ১২৫ দিনের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২০২১ সাল থেকে তৃণমূলের লাগামছাড়া দুর্নীতি ও হিসাব না-দেওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ১০০ দিনের কাজ। রাজ্যে পালাবদলের পর থমকে থাকা বিভিন্ন প্রকল্প আবার শুরু হচ্ছে। তার মধ্যে সব থেকে বেশি উল্লেখযোগ্য ১০০ দিনের পরিবর্তে ১০ই জুন থেকে শুরু হল ১২৫ দিনের কাজের প্রকল্প। আগে দৈনিক ২০০ টাকা পারিশ্রমিক থাকলেও বর্তমানে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৬০ টাকা। গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলে এই প্রকল্প। স্বাভাবিক ভাবেই ১২৫ দিনের কাজ শুরু হওয়ায় খুশির হাওয়া গ্রামের খেটে খাওয়া গরিব মানুষের। বুধবার খানাকুল এক নম্বর ব্লকের খানাকুল দুই নম্বর পঞ্চায়েত ও গোঘাটের শাওড়া অঞ্চলে শুরু হয় ১২৫ দিনের কাজ।

এদিন খানাকুলের ওই পঞ্চায়েতের ওদানারায়ণপুর মৌজায় অবস্থিত একটি খাস জমিতে পুকুর খননের কাজ শুরু হল। ১২৫ দিনের শ্রমিকেরা এই কাজে অংশ নেয়। সম্পূর্ণ আইন মেনে শ্রমিকদের সকালে হাজিরা খাতায় সই ও ছবি তুলে কাজ শুরু করতে হয়। তৃণমূল সরকারের আমলে ১০০ দিনের কাজে বহু দূর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। সারা রাজ্যে সেই সময় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল ঘুরে ঘুরে ১০০ দিনের কাজের দুর্নীতির তদন্ত করে।

অবশেষে বন্ধ হয়ে যায় একশো দিনের কাজ। কিন্তু ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গে। তারপরই সারা রাজ্যজুড়ে উন্নয়নের উপর জোর দেয় বিজেপি সরকার। বিজেপি নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সরকারে এলে পশ্চিমবঙ্গের খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য দুর্নীতি মুক্ত সরকার গঠিত হবে এবং সম্পূর্ণ আইন মেনে এই প্রকল্পের কাজ চালু হবে। সেইমতো পশ্চিমবঙ্গের শুরু হল কাজ। কাজে দুর্নীতি বন্ধ করতে একাধিক পদক্ষেপ নেয় বিজেপি সরকার।

এ বিষয়ে এক শ্রমিক সোনা দাস বলেন, ১২৫ দিনের কাজ শুরু হওয়ায় খুব ভালো লাগছে। সংসার চালাতে অসুবিধা হবে না। আগে ঠিক ঠিক পয়সা পাওয়া যাচ্ছিল না। বর্তমানে কাজ শুরু হওয়ায় বহু গরিব মানুষের সুবিধা হবে। এই বিষয়ে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, ‘এই প্রকল্প বন্ধ করার কোনও ইচ্ছা আমাদের ছিল না। কিন্তু গরিব মানুষের খেটে খাওয়ার পয়সা থেকে কাটমানি তুলত তৃণমূল। ২০ দিনের টাকা এলে ১০ দিনের টাকা তৃণমূল নেতাদের দিতে হত। কাজ না-করে মাস্টার রোল তৈরি করে কোটি কোটি টাকা আত্মস্যাৎ করেছে তৃণমূল নেতারা। কেন্দ্র টাকা দেবে আর সেই টাকা তৃণমূল নেতারা চুরি করে নিজেদের সম্পত্তি বাড়াবে তা হতে পারে না। তৃণমূলের পার্টি অফিস খুললেই দেখা যাচ্ছে সেখানে শয়ে শয়ে জবকার্ড। এবার কাজ হবে একেবারে স্বচ্ছ ভাবে। কাউকে কোনও টাকা দিতে হবে না। কেউ টাকা চাইলেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে। গরিব মানুষের টাকাতে আর কেউ ভাগ বসাবে না। এই প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে চালু হওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতি অনেকটাই বদলাবে। মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন হবে।’

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ফেরতের আর্জি এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: আশ্চর্যজনক ভাবে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা জমা হয়েছে স্বদেশ প্রিয় মাহাত নামে এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে। তিনি একদিকে যেমন সামাজিক আন্দোলনের কর্মী অন্যদিকে বিজ্ঞান ও পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি রঘুনাথপুর শহরের বাসিন্দা। তিনি সেই টাকা ফেরতের লিখিত আবেদন নিয়ে রঘুনাথপুর মহকুমা শাসকের নিকট দ্বারস্থ হন। তিনি জানিয়েছেন, ‘রঘুনাথপুর শহরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে আমার একটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে। গতকাল পাশবুক আপডেট করার পর দেখি রাজ্য সরকারের ‘অন্নপূর্ণা’ যোজনার ৩০০০ টাকা গত ৩ জুন অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। আমি মনে করি এই টাকা যেভাবেই হোক ভুলবশত জমা হয়েছে। এটা অবশ্যই সরকারি ত্রুটি। এই টাকা আমি ফেরত করে দিতে চাই।’ পাশাপাশি তিনি আরও জানিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনা নিয়ে যথাযথ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। কোথাও গাফিলতি থাকলে তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

পদত্যাগী বাঁশবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান-ভাইস চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাঁশবেড়িয়া পুরসভায় ধাক্কা তৃণমূলের। পদত্যাগ করলেন বাঁশবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান। মঙ্গলবার চুঁচুড়া সদর মহকুমা শাসকের কাছে ইস্তফাপত্র জমা দেন চেয়ারম্যান তাপস মুখোপাধ্যায় ও ভাইস চেয়ারম্যান শিল্পী চট্টোপাধ্যায়। এই নিয়ে হুগলি জেলার তিনটি পুরসভায় ধাক্কা খেল তৃণমূল। ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী ইস্তফা দিয়েছেন। চন্দননগর পুরসভারও মেয়র, ডেপুটি মেয়র-সহ মোট ২৯ জন কাউন্সিলার ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন। ভেঙে গিয়েছে চন্দননগরের পুর বোর্ড। বসেছে প্রশাসক।

এবার হুগলির সপ্তগ্রাম বিধানসভার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদত্যাগ করলেন। পদত্যাগের পরে তাপস মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘পুরসভায় ফান্ড নেই, কাজ চালাতে সমস্যা হচ্ছে। তাই আমি চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি। সম্ভবত ২২ তারিখ নতুন সরকারের বাজেট হবে, বাজেটের আগে এক পয়সাও পুরসভাকে দিতে পারবে না বলে জানিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে পুরসভা চালানোর মতো সেই রকম টাকা পয়সা নেই। মানুষকে যখন পরিষেবা দিতে পারব না, তখন পদে থেকে লাভ নেই। আগামী দিনে যাঁরা দায়িত্ব নেবেন, তাঁদের শুভেচ্ছা রইল।’

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: বুধবার সাতসকালে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানা এলাকায়। এদিন সকালে জামালপুরের কেলিরি কাঠগোলার কাছে স্থানীয় বাসিন্দারা এক ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জামালপুর থানার পুলিশ। তারা মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃত ব্যক্তির নাম বা পরিচয় জানা যায়নি। স্থানীয়দের অনুমান, তীব্র গরমের কারণে বা অন্য কোনো শারীরিক অসুস্থতা থেকে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।

১১ কোটি টাকার রাস্তা ধুয়ে গেল বৃষ্টির জলে, অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রায় ১১ কোটি টাকায় তৈরি হয়েছিল রাস্তা।বর্তমানে সেটির অবস্থা বেহাল। সব টাকা লুট করেছে ঠিকাদার আর তৃণমূলের নেতারা বলে অভিযোগ। এই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা। কাঁকসার মলানদিঘী শিবপুর রাস্তার মাঝে জাঠগড়িয়া মোড় থেকে কাঁটাবেড়িয়া পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ হয়েছিল প্রায় এক বছর আগে। রাস্তা তৈরীর দু থেকে তিন মাসের মধ্যেই পিচ উঠতে শুরু করে। ছ’মাসের মধ্যে রাস্তা একদম বেহাল হয়ে যায়। চরম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় যাতায়াত করতে হচ্ছে মানুষকে। দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের আর ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে, এই দাবি তুলে ওই রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব। নেতৃত্ব দেন এলাকার বিজেপি নেতা জয়দ্বীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যারা এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাদের কোমড়ে দড়ি পরিয়ে ঘোরানো দরকার। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে তাদের। কারণ সরকারি টাকা এভাবে নয় ছয় যারা করেছে তাদের কোনও ভাবেই ক্ষমা করা যাবে না। এই রাস্তা দিয়ে প্রত্যেকদিন দুর্ঘটনা ঘটছে। তারা চরম আতঙ্কে রয়েছেন।

সাপের কামড়ে মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার অকালপোষ এলাকায়। জানা গিয়েছে, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ঘুমানোর সময় সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় এক গৃহবধূর।কালনা থানার অন্তর্গত অকালপোষ এলাকায় মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে। মৃত ওই মহিলার নাম সুভদ্রা দাস। তার বাড়ি কালনা থানা এলাকার অকালপোষ এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে তার স্বামী মেয়ে এবং ওই মহিলা তিনজন মিলে মাটিতে শুয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। এমন সময় তার বাঁ পায়ে সাপে কামড়ে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি জোগাড় করে রাতেই কালনা হাসপাতালে ভর্তি করে তাকে তার পরিবারের লোকজনরা। কিছুক্ষণ চিকিৎসা চলার পরে রাতে হাসপাতালেই তার মৃত্যু হয়। বুধবার কালনা মহকুমা হসপিটালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় পরিবার সহ এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

বালুরঘাটের বুড়া কালীমন্দিরে পুজো সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় তৈরি হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দীর্ঘতম সময় ধরে দায়িত্ব পালনের এক অনন্য ও ঐতিহাসিক নজির গড়েছেন নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর এই বিশেষ মাইলফলককে উদযাপন করতে এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় বালুরঘাটের ঐতিহ্যবাহী বুড়া কালীমাতার মন্দিরে বিশেষ পুজো ও প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হল। এদিন সকালে বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার নিজে এই পুজোয় অংশ নেন।

বুধবার সকাল সকালই বালুরঘাটের এই প্রাচীন ও জাগ্রত মন্দিরে পৌঁছান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সেখানে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে প্রধানমন্ত্রীর নামে বিশেষ সংকল্প ও পুজো দেওয়া হয়। পুজো-অর্চনা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে নরেন্দ্র মোদি এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। দেশের ইতিহাসে যেকোনো প্রধানমন্ত্রীর তুলনায় তিনি রেকর্ড সময় ধরে নিরলস ভাবে দেশসেবা করে চলেছেন। আজ আমরা মা কালীমাতার কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং দেশের কল্যাণে আরও দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দেওয়ার শক্তি ও সামর্থ্য কামনা করেছি। তিনি সুস্থ থাকলে তবেই দেশের উন্নয়ন তরান্বিত হবে।’

সাংসদ আরও উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই আজ বিশ্বমঞ্চে ভারত এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটছে। এই অগ্রগতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘ কর্মজীবন অত্যন্ত প্রয়োজন, আর সেই কামনাই আজ মায়ের দরবারে জানানো হয়েছে।

এদিনের এই বিশেষ পুজো ও প্রার্থনা অনুষ্ঠানে সুকান্ত মজুমদারের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা স্তরের একাধিক পদাধিকারী, যুব মোর্চার সদস্য এবং সাধারণ কর্মী ও সমর্থকেরা। প্রধানমন্ত্রীর এই অনন্য কৃতিত্বে দলীয় কর্মীদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টি মুখও করানো হয়। সব মিলিয়ে, বুড়া কালীমাতার মন্দিরে আয়োজিত এই বিশেষ প্রার্থনা সভার মধ্য দিয়ে বালুরঘাটের বিজেপি নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

দিল্লির দরবারে ফের বাংলার ঝালমুড়ি

শুভেন্দুর তৈরি ঝালমুড়ি খেলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১০ জুন: দিল্লির বুকে এক অভাবনীয় ও হালকা মেজাজের রাজনৈতিক মেলবন্ধনের সাক্ষী থাকল জাতীয় রাজনীতি। বুধবার নয়াদিল্লির 'ভারত মণ্ডপম'-এ আয়োজিত রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক জোট বা এনডিএ-র এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার ও বৈঠক চলাকালীন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন রূপে ধরা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টানা দ্বিতীয়বারের দীর্ঘতম মেয়াদে (৪৪৯৯ দিন) দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জওহরলাল নেহরুর একটানা কার্যকালের রেকর্ডকে অতিক্রম করেন। সেই বিশেষ দিনকে ও ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় অভূতপূর্ব রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দিল্লিতে নিজের প্রথম আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিজে হাতে বাংলার বিখ্যাত ঝালমুড়ি তৈরি করে পরিবেশন করলেন তিনি।

আর বুধবারের ঘটনা দিল্লির রাজনৈতিক মহলে সাড়া ফেলে দিল। প্রধানমন্ত্রীর শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে হাতে ঝালমুড়ি তৈরি করে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে পরিবেশন করছেন। পরে সেই ঝালমুড়ি প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত অন্যান্য নেতাদের পরিবেশন করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই এই চমৎকার মুহূর্তের ভিডিওটি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে শেয়ার করে লিখেছেন, 'আজকের এনডিএ বৈঠকে সহকর্মী নেতাদের সাথে ঝালমুড়ি ভাগ করে উপভোগ করছি।' বুধবারের বৈঠকে উপস্থিত এনডিএ-র একাধিক নেতা ও জনপ্রতিনিধিও সেই ঝালমুড়ির স্বাদ নেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ঝালমুড়িকে ঘিরে বিজেপির রাজনৈতিক প্রচারে সম্প্রতি বিশেষ গুরুত্ব বঙ্গ রাজনীতিতে দেখা গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদীর ঝাড়গ্রামে ঝালমুড়ি খাওয়ার ঘটনা ব্যাপক আলোচনায় আসে। পরে নির্বাচনী প্রচারেও বিষয়টি বারবার উঠে আসে।

এদিনের অনুষ্ঠানে ঝালমুড়ি পরিবেশনের ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও বিজেপির তরফে বিষয়টিকে

বাংলার জনপ্রিয় খাদ্যসংস্কৃতির উদাহরণ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। বুধবারের বৈঠকে এনডিএ জোটভুক্ত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মহারাষ্ট্রে নৌকোডুবির ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু

মুম্বই, ১০ জুন: মহারাষ্ট্রের বীড়ের মাজলগাঁওয়ে নৌকোডুবি। বুধবার দুপুরে ৩৫ জন যাত্রী নিয়ে নদী পারাপার করার সময় নৌকোটি উল্টে যায়। এই ঘটনায় বেশ কয়েক জন নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। তবে কত জন নিখোঁজ হয়েছেন তা স্পষ্ট ভাবে কিছু জানা যায়নি। তবে এই ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, নৌকোয় যত জন যাত্রীধারণ ক্ষমতা, তার তুলনায় বেশি যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল। ফলে ঘাট ছেড়ে কিছুটা যেতেই নৌকোটি কাত হয়ে পড়ে। তার পরই সেটি উল্টে যায়। নদীর স্রোত বেশি থাকায় কয়েক জন ভেসে যান। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে স্থানীয়দের সহযোগিতায় বেশ কয়েক জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, মাঝিকে বার বার নিষেধ করা হয়েছিল বেশি যাত্রী যেন না তোলেন। কিন্তু অভিযোগ, সেই নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে ৩০ জনের বেশি যাত্রীকে নিয়ে নদী পারাপার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুটা যেতেই নৌকো এক দিকে কাত হয়ে পড়ে। বিপদ আঁচ করেই যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। নদীর স্রোতের টান বেশি থাকার কারণে মাঝি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তার পর সেটি স্রোতের টানে কয়েক পাক খেয়ে উল্টে যায়। কয়েক জন সাঁতার কেটে পাড়ে ওঠেন।

পাক সেনার হেলিকপ্টার ভেঙে মৃত ২১

মুজাফফরাবাদ, ১০ জুন: মুজাফফরাবাদের কাছে ভেঙে পড়ল পাক সেনার হেলিকপ্টার। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ওই দুর্ঘটনায় কপ্টারে থাকা ২১ জনেরই মৃত্যু হয়েছে। পাক সেনার তরফে পেশ করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, টেক অফ করার পরে যান্ত্রিক গোলযোগে ভেঙে পড়ে এমআই-১৭ হেলিকপ্টারটি। জানা গিয়েছে, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নীলম উপত্যকায় সেনা জওয়ানদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কোন বিভাগের সদস্যরা ছিলেন তা এখনও জানা যায়নি। কপ্টার আকাশে ওড়ার পরই দেখা যায় যান্ত্রিক গোলযোগ। দ্রুত জরুরি অবতরণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তা সফল হয়নি।

HOOGHLY ZILLA PARISHAD
Tender Ref No : NIT-005 & 006 of 2026-27
Tender (offline) is invited from reputed and resoucefull contractors for various works within Hooghly. District Closing date of bid submission is **13-06-2026**. For further details, please log on **https://hooghly.nic.in**
Sd/- District Engineer
Hooghly Zilla Parishad

আফগানিস্তানে পাক বিমান হামলায় হত শিশু-সহ ২৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাবুল, ১০ জুন: আবার আফগানিস্তানে বোমাবর্ষণ করল পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান। মঙ্গলবার রাত থেকে সীমান্তলাগোয়া একাধিক জনপদে পাক বিমানহানায় অন্তত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে বিবিসি প্রকাশিত খবরে দাবি। পাক তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লা তারার বুধবার বলেন, 'ভারতের মদতপুষ্ট ফিতনা আল- খোয়ারিজ জঙ্গিদের ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছে। ২৬ জন জঙ্গির মৃত্যুর খবর পেয়েছি আমরা।' যদিও পাক বিমানহানায় নিহতদের মধ্যে ১১ জন শিশু-সহ নারী ও সাধারণ নাগরিক রয়েছেন বলে আফিগানিস্তানের তালিবান সরকারের দাবি। মঙ্গলবার সকালে আফগান সীমান্তবর্তী খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশের মুসা ডেরায় পাক আধাসেনা ফ্রন্টিয়ার কোরের একটি শিবিরে আত্মঘাতী হামলা হয়েছিল। তার পরেই নতুন করে বিমানহানা শুরু করেছে পাক বাহিনী। গত অক্টোবর থেকে কাতার, তুরস্ক ও সৌদি আরবে চার দফা শান্তি আলোচনা হলেও পাক-আফগান সম্পর্কে উত্তেজনার আঁচ কমেনি। ফেব্রুয়ারি থেকে দফায় দফায় দু'তরফের সংঘর্ষ হয়েছে। টিটিপি-সহ জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি আফগান তালিবানের একাংশের মদতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চালাচ্ছে বলে ইসলামাবাদের অভিযোগ। গত ২১ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তানের নঙ্গরহর এবং পকতিকা প্রদেশের কয়েকটি জায়গায় বোমাবর্ষণ করেছিল পাকিস্তান। সেই হামলায় বহু সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ওই ঘটনার পর থেকে দফায় দফায় ২৬০০ কিলোমিটারের ডুরান্ড লাইনের বিভিন্ন এলাকায় পাক সেনা এবং আফগান বাহিনীর সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। আফগান তালিবান জানিয়েছে, তারা প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। এ পর্যন্ত পাক যুদ্ধবিমানের হামলায় ধ্বংস হয়েছে আফগানিস্তানের একাধিক হাসপাতাল এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

ময়দান

বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রকে বড় রদবদল! নিশীথের পরিবর্তে দায়িত্বে ইন্দ্রনীল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে নতুন সরকারের মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ রদবদল হল ক্রীড়া দপ্তরে। এতদিন এই দপ্তরের দায়িত্বে থাকা মাথাভাঙার বিধায়ক নিশীথ প্রামানিকের পরিবর্তে এবার ক্রীড়া দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেলেন বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক ড. ইন্দ্রনীল খাঁ। ক্রীড়ার পাশাপাশি যুবকল্যাণ ও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের দায়িত্বও তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার গঠনের পর প্রথম পর্যায়ে নিশীথ প্রামাণিককে ক্রীড়া দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দায়িত্ব নেওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগের জন্য আলোচনায় আসেন। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলার ক্রীড়াবিদদের উৎসাহিত করতে পুরস্কারমূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা ছিল তাঁর অন্যতম বড় পদক্ষেপ। অলিম্পিকে পদকজয়ীদের জন্য ৮ কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে তিনি নজর কাড়েন। পাশাপাশি এশিয়ান গেমস এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সফল ক্রীড়াবিদদের জন্যও আর্থিক পুরস্কার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

নিশীথ প্রামাণিক বারবার ক্রীড়াক্ষেত্রকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার পক্ষেও সওয়াল করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, খেলোয়াড়দের উন্নয়নই হওয়া উচিত প্রধান লক্ষ্য। দায়িত্বে থাকাকালীন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সামনে বিতর্কিত একটি মূর্তি অপসারণ এবং দীর্ঘদিনের আলোচিত 'মেসি-কাণ্ড'-সংক্রান্ত নথি পুনরায় খতিয়ে দেখার উদ্যোগও তিনি নিয়েছিলেন। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই ক্রীড়া প্রশাসনে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের বার্তা দিয়েছিলেন তিনি।

তবে নতুন দপ্তর বণ্টনে নিশীথের দায়িত্ব কমেনি। বরং তিনি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পাশাপাশি জলসম্পদ তদন্ত ও উন্নয়ন দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে কাজ করবেন। প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও সাংগঠনিক দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এই দুই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এখন তাঁর কাঁধে।

অন্যদিকে নতুন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. ইন্দ্রনীল খাঁ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে বেহালা পশ্চিম কেন্দ্র থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে জয়ী হন। তিনি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়কে প্রায় ২৫ হাজার ভোটে পরাজিত করেন। রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি চিকিৎসক হিসেবেও পরিচিত ইন্দ্রনীলের সামনে এখন রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রতিভা অনুসন্ধান এবং যুব উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে।

নতুন মন্ত্রিসভায় আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। দীপক বর্মন পেয়েছেন স্কুল শিক্ষা, আবাসন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তর। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী স্বপন দাশগুপ্তকে দেওয়া হয়েছে অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব। স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন শারদত মুখোপাধ্যায়। তাপস রায়কে বাণিজ্য দপ্তর এবং অর্জুন সিংকে শ্রম ও পর্যটন দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তবে সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দপ্তর নিজের কাছেই রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। স্বরাষ্ট্র, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব, বিদ্যুৎ এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের দায়িত্ব সরাসরি তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকবে। ফলে নতুন মন্ত্রিসভায় প্রশাসনিক ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন কর্মপরিকল্পনার ইঙ্গিতও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ফের চোট, আফগানদের বিরুদ্ধে নেই হার্দিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে ইনিংস ও ৩০০ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় পেয়েছে ভারত। এই জয়ের ফলে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর অবস্থায় একদিনের সিরিজে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিল টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু সিরিজ শুরুর আগেই বড় ধাক্কা খেল ভারতীয় শিবির। তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া চোটের কারণে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। এর আগে ব্যক্তিগত কারণে এবং শারীরিক সমস্যার জন্য বিরাট কোহলিও এই সিরিজে নেই। ফলে ভারতের শক্তি অনেকটাই কমে গেল বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। আইপিএল চলাকালীন পিঠের সমস্যায় ভুগছিলেন হার্দিক। সেই কারণেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে খেলতে পারেননি তিনি। আইপিএল শেষ হওয়ার পর দ্রুত ফিটনেস ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে বেঙ্গালুরুর বিসিসিআই সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় ছিলেন। চিকিৎসক এবং ফিটনেস ট্রেনারদের তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন তিনি। এমনকি আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজের জন্য ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথাও ছিল তাঁর। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই নতুন করে চোট পান তিনি। জানা গিয়েছে, তাঁর কোয়াড্রিসেপস বা উরুর সামনের অংশের পেশিতে মৃদু চোট লেগেছে। এই চোটকে চিকিৎসকেরা 'লো-গ্রেড কোয়াড্রিসেপস স্ট্রেইন' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যদিও এটি খুব গুরুতর নয়, তবুও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে তাঁকে সিরিজ থেকে সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বোর্ডের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, হার্দিকের চোট দীর্ঘমেয়াদি নয়। তবে আগামী কয়েকদিন তাঁকে পায়ের ওপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া, দৌড়ঝাঁপ করা কিংবা ভারী ওজন তোলা থেকে বিরত থাকতে হবে। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সেই তিনি চিকিৎসক, ফিজিওথেরাপিস্ট এবং ট্রেনারদের তত্ত্বাবধানে পুনর্বাসন চালিয়ে যাবেন। লক্ষ্য একটাই, তাঁকে পুরোপুরি সুস্থ অবস্থায় মাঠে ফেরানো। প্রায় এক বছর পর ভারতের একদিনের দলে ফিরেছিলেন হার্দিক। তাই তাঁর প্রত্যাবর্তন নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে যথেষ্ট উচ্ছ্বাস ছিল। কিন্তু সিরিজ শুরুর আগেই সেই আশা ভঙ্গ হল।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বাতিল
সিনিয়র ডিইএন/সি/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে কাজ সম্পাদনের জন্য ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার কর্তৃক পূর্বে অনলাইনে আবেদন করা **ই-টেন্ডার নং: ১০৩_২০২৬-২৭ ও ১০৪_২০২৬-২৭** এতদ্বারা **বাতিল** করা হল।
(HWH-142/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II DEV/Enit-1/ 2026-27 (2nd call) dated 05.06.2026
E-Tender is hereby invited by the Block Dev. Officer, Suri-II Dev. Block, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Dev. Block. Last date for bid submission is **23.06.2026**.
Details are available on www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Block Dev. Officer, Suri-II Dev. Block, Birbhum

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY BOLPUR:BIRBHUM
1) WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme/NIT-06/2026-2027 Memo No:-607/PWD/BM/2026-2027, Dated-09.06.2026
Number of Work:-12 (Twelve)
Sl. No. 1-12
Name of work: Different type of Civil works in different wards under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission 27.06.2026 at 09:00 AM for details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in
2) WBMAD/ULB/BM/PW/Own Fund/NIQ-01/2026-2027 Memo No:-608/PWD/BM/2026-2027, Dated-09.06.2026
Number of Work:-4 (Four)
Sl. No. 1-4
Name of work: Repairing, Maintenance work & Preparation of DPR work under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission 20.06.2026 at 09:00 AM for details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি.ডিইএন/সি/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং ১, ই-টেন্ডার নং ১২০_২০২৬-২৭, তারিখ ০৯.০৬.২০২৬। কাজের বিবরণ:** (i) বেগমপুর - বেগমপুর স্টেশনে এফওবি সিঁড়ির ব্যবস্থা করা। (ii) এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে হিন্দ মোটর স্টেশনের সকল প্ল্যাটফর্মে লিফ্ট সহ ৬ মি চওড়া এফওবি-র ব্যবস্থ করা। **আনুমানিক ব্যয়:** ৬,৭৭,৫২,৬২৪.৮৪ টাকা। **বায়না মূল্য:** ১,৩৫,১০০ টাকা। **ক্র.নং ২, ই-টেন্ডার নং ১২১_২০২৬-২৭, তারিখ ০৯.০৬.২০২৬। কাজের বিবরণ:** (i) এইএন/বিএইচপি-র অধীনে এসএসই/ডব্লু/বিএইচপি-র অধিকারক্ষেত্রে পিএনই স্টেশনে একটি ফুট ওভারব্রিজের সম্প্রসারণ। (ii) এইএন/বিএইচপি-র অধীনে এসএসই/ডব্লু/বিএইচপি-র অধিকারক্ষেত্রে কেপিএলই স্টেশনে এফওবি-র সম্প্রসারণ। (iii) এইএন/বিএইচপি-র অধীনে এসএসই/ডব্লু/বিএইচপি-র অধিকারক্ষেত্রে এমএলভি স্টেশনে এফওবি-র সম্প্রসারণ। (iv) নলহাটি - সিনি.ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে নলহাটি স্টেশনের পশ্চিম প্রান্তের বর্তমান এফওবি সম্প্রসারণের প্রস্তাব। **আনুমানিক ব্যয়:** ৮,৩২,৯২,০৬৮.৬৭ টাকা। **বায়না মূল্য:** ১৬,৬৫,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য** : শূন্য প্রতিটির জন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা** : ১২ মাস প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** : ০১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-141/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Quotation Notice
Chakdaha Municipality invites a quotation vide **no. 10/CM-Cen27, Dt. 10.06.2026** for eligible agencies to supply Tech Asst(BCA/MCA) for census work. For further details, please visit **www.chakdahamunicipality.com**
Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Paschim Medinipur for the work :- One (1) No. of Construction of 1st floor of U-PHC Building at Gambhirnagar under Ghatal Municipality. **NIT no. WBMAD/GHATAL/NIT-2e/2026-27, Dated: 10.06.2026, Tender ID : 2026_MAD_1027481_1.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/23/26-27
Dated 10.06.2026
E-Tenders are being Invited for : Hiring of **15 KVA** and **40 KVA** Green Generators, including Fuel, Lubricants, Operation, Maintenance and Allied Services, for ensuring uninterrupted electrical power supply during WBSEDCL power outages at five Local Offices, **Martisadan** and the Head Office under Rajpur Sonarpur Municipality. **Documents download starting date & time:** 11.06.2026 at 11-00 hrs. **Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 25.06.2026 at 11-00 hrs. **Date & Time for Opening of Technical Bid:** 29.06.2026 at 11-05 hrs. **Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Name of Work: Estimate for Proposed ground floor at new market in Ward No.- 14, under Bongaon Municipality
Tender reference: WBMAD/NIeT/18/BM/2026-27/PWD
Date: 10.06.2026
Tender ID: 2026_MAD_1027327_1
1. Bid Submission Start date- **10.06.2026 at 06.55 PM.** 2. Prebid meeting date- **18.06.2026 at 02.00 PM.** 3. End date-**27.06.2026 at 10.00 AM.** 4. Bid opening date: **29.06.2026 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED DATE CORIGENDUM
nit No.- (WBIW/EE/MDD-II/e-NIT-03/EE/M.D. D-II of 2026-27(3rd Call) . Tender Id:2026_IWD_1024227_1, 2026_IWD_1024227_5. As No. of Bids is less than 3 (Three), therefore for Sl. No.1 & 5 of this e-NIT, Bid Submission end Date is extended up to 17.06.2026 up to 11.30 AM. Other details may be seen in the websites:www.wbiwd.gov.in, www.wbtenders.gov.in and also in the office of the undersigned. Sd/-Executive Engineer, Metropolitan Drainage Divn.No.II.
ICA- T9788(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
NIQ No: **WBHD/AE/ESD-VI/e-NIQ-01/26-27**, Tender ID : **2026_HSD_1026737_1,** Name of work : "Renovation and repairing work of Compound light system at RHE Tamluk, Purba Medinipur under Haldia Electrical Section under Electrical Division No-VI H.D. Bid Submission end date: 19.06.2026 up to02:15 PM Tender Opening Date: 22.06.2026 at 2:30 P.M, Tender details may be obtained from the Office of the Assistant Engineer, Electrical Sub-Division No. VI Housing Directorate, **82, Belgachia Road, Kolkata – 37** on all office days during office hours.
ICA- T9804(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Amta Hwy Sub-Div, P.W.R.D invites one no of online Quotation for Consultancy services for Consultancy Services for carrying out Falling Weight Deflectometer Test over Flexible Pavement, 7 Day Traffic Survey etc as per work schedule vide-WB/PWRD/AE/AHSD/NIQ-04/2026-27. Tender ID :- 2026_WBPWD_5015192_1. Bid Submission Start Date (Online) : 11.06.2026 from 11:00 Hrs. Bid Submission Last Date (Online) : 14.06.2026up to 14:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in www.wbpwd.gov.in Sd/- AE/AMTA/HSD/PWRD.
ICA- T9841(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDERNOTICE
e-Tender is invited by the Assistant Engineer, Gopiballavpur Sub-Division, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. **eNIT No. 12 of AE/GPSD of 2025-2026 and ID:2026_PHED_1027215_1** for various works in Jhargram District. Details will be available in the website **wbtenders.gov.in** The last date for submission of tender is 18.06.2026 upto 18:00 Hours. Sd/- Assistant Engineer Gopiballavpur Sub-Division, P.H.E. Dte.
ICA- T9812(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-TENDER No: WBPWD/KWSD-I/AE/eNIT-08/2026-2027
E-tender under jurisdiction of Kolkata West Sub-Division No-I, PWD is invited from bonafide outsiders having sufficient work experience of similar nature in Government works. Bid Submission Start Date (Online): 16.06.2026 from 12:30 P.M. Bid Submission End Date (Online) : 23.06.2026 from 12.00 P.M. Tender ID : 2026_WBPWD_5015202_1, 2026_WBPWD_5015202_2. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata West Sub-Division-I, N.S. Building.
ICA- T9820(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D, Barasat Electrical Sub-Division invite online e-Tender for the work of :- "S.I.T.C of Wall Mounted Fan with allied E.I work at Various Departments of Dr. J. R. Dhar SD Hospital, Bongaon, North 24 Parganas." NIT No : 07/T of 26-27 of AE/BESD. Tender Id : 2026_WBPWD_5015125_1. Bid Submission Start date (Online): 08.06.2026, Bid Submission Closing date (Online): 22.06.2026. Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- P Nandi, ASSISTANT ENGINEER, P.W.D, BARASAT ELECTRICAL SUB-DIVISION.
ICA- T9822(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE (Percentage)
AE, PWD, Howrah Electrical Sub-Division invites online e-tender for the work; SITC of Air Conditioner machine at Deputy CMOH-II office, Howrah. [e-NIT No. WBPWD/AE/HESD/e-NIT-44/2025-26. TenderID : 2026_WBPWD_5015159_1. Bid Submission start date (Online) : 08.06.2026 at 17:30 Hrs. Bid Submission closing date (Online): 23.08.2026 at 11:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/- AE, HESD, PWD.
ICA- T9826(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
NIeT No. WBPWD/EE-II/KCHD /NIeQ-02/2026-2027. Name of Work; Periodical inspection of water based fire protection system including fire water pumping system and conducting mock drill within the hospital & college premises of Calcutta National Medical College & Hospital. & 02 (Two) nos. another works. TENDER ID : 2026_WBPWD_5015120_ 1_2_3. Earnest Money Amount: 1) 9,000/, 2) 4,000/-, 3) 3,800/- Bid submission start date: 15/06/2026 at 12.00 Hrs. Bid submission end date: 22/06/2026 upto 14:00 Hrs. Sd/- Executive Engineer-II, PWDte Kolkata Central Health Division.
ICA- T9828(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-QUOTATION
Online NIQ is invited by the EE, BNWD, P.W. Dte., Govt. of W.B.,vide e-Quotation Tender No. WBPWD/EE/BNWD/NIeQ-02e/2026-27 for the work of "Day to Day Operation of different types Pump motor sets in 1 (one) shift including minor repairing works of the same at Saishali and Juvenile Court Building under Salt Lake during the year 2026-2027. (For one Year)." (T/ID : 2026_WBPWD_5015174_1). Bid proposal submission start date & time (Online)-10/06/2026 from 06:55 P.M. Bid proposal Submission end date & time (Online) 17/06/2026 upto 02:00 P.M. Intending bidders are requested to visit the website http://etender.wb.nic.in and this Office notice board. Sd/- EE, PWD, BNWD.
ICA- T9838(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
Online e-tender is invited by the office of the Executive Engineer, Electrical Division No. I, Housing Directorate:-e NIT No: **WBHD/ EE/ED-1/eNIT-02/2026-27,** Tender id **2026_HSD_ 5015257_1,** Name of work:- "Installation of new 7.5 H.P Submersible pump motor set along with allied E.I works and feeder pillar box on proposed new deep tube-well on urgent basis in respect of restoration of smooth water supply arrangement at Belur (Nisco) Govt. Housing Estate." Pre Bid Meeting Date-12.06.2026 at 2.00 P.M, Bid Submission start date: 15.06.2026 at 6.00 P.M, Bid Submission end date: 22.06.2026 up to 12.00 P.M, Tender Opening Date: 24.06.2026 after 12.00 P.M, Website-tenders.wb.gov.in, Tender Location- Belur, Howrah, 711202. Tender details may be obtained from Office of the Executive Engineer, Electrical Division No. I, Housing Directorate, New Secretariat Building, "B", Block Room No.1 Ground Floor 1,K.S Roy Road, Kolkata–700001 on all office days during office hours.
ICA- T9807(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIT-07/2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5014301_1) is hereby extended up to 1.00 P.M. on 20.06.2026. Details of NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://wbtenders.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division.
ICA- T9848(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIT-01/2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5014111_1) is hereby extended up to 1.00P.M. on 20.06.2026. Details of NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://wbtenders.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division
ICA- T9850(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER EXTENSION
Assistant Engineer, PWD, Alipore Elec. Sub-Division, Bhabani Bhawan, Kolkata-27 invites online e-NIT No.02 of 2026-2027 Tender ID: 2026_WBPWD_5014173_1. Bid submission start date 12.06.2026. Bid submission end date 19.06.2026. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in Sd/- AE/AESD.
ICA- T9855(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
WBPWD/EE-WKED/NIT-19/2026-27; Tender ID- 2026_WBPWD_5015207_1
Name of Work : Necessary repairing and renovation of 4 & 5th floor of HRBC Bhawan to accomodate office of the enquiery Commission at Munshi Premchand Sarani, Kolkata-700021 during the year 2026-27-SITC of Intelligent Fire Detection System; Bid Submission End Date : 19/06/2026 upto 3:00 p.m.; Website:- **tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer-I, P.W. Dte., West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.
ICA- T9858(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE
DATE CORRIGENDUM
EE/BSHD/P.W.(Roads) Dte invites online e-Quotation for the work of :- (i) Chagram Dhankol to Patharghata Panchayet office via Choto Baharkuli, Sadhupatty Road from 2.0 km to 4.0 km (in stretches) surface repairing work under Kalna Highway Sub Division of Burdwan South Highway Division, P.W.(Roads) Dte. In the district of Purba Bardhaman during the year 2026-2027. (Sl No.-2) (ii) Nadanghat Bus Stand Bazar Link Road from 0.00 kmp to 0.80 km : Urgent repairing work (in stretches) under Burdwan South Highway Division in the district of Purba Bardhaman during the year 2026-27. (Sl No.-3) Estimate Amount: Rs. 724982.00 & Rs. 341845.00 e-NIT No 02 of 2026-27 (Sl-2 & 3) Tr. ID. 2026_WBPWD_5014353_2 & 3. Bid submission Start Date (online): 29.05.2026 at 2.00 PM. Bid submission closing date (online): 19.06.2026 at 4.00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE/BSHD/P.W.(Roads) Dte,.
ICA- T9830(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
A.E., PWD, Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub Division invites e-Tender vide N.I.T. No. WBPWD/AE-KRESD/NIT-12/2026-27 with TenderID-2026_WBPWD_5015259_1 for "Special Repairing and replacement of old electrical installation work of North side (First floor) Minister Quarter and South Side (First Floor) Minister Quarter at Great Eastern end in parity with related civil works under Kolkata Raj Bhavan Electrical Subdivision,PWDte."Last date of bid submission is 23.06.2026 upto 1.00 p.m. Other details may be seen at Website http://www.tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub-Division.
ICA- T9874(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
e-NIT No. 03 of 2026-27 of EE/NHD-I, P.W. (Roads) Directorate invites online e-tender for 1) Tender ID-2026_WBPWD_5015260_1. Bid submission start date (online)-10/06/2026 from 09:00 A.M. Bid submission closing date (online)-19/06/2026 upto 2:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.eQ. and Tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE/Nadia Hway Div.-I.
ICA- T9877(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
1st Corrigendum of eNIQ No. 03 of 2026-27 of ACE (Mech.), RBRI, P.W (Roads) Dte, dates extension for Sl. No. 5. Bid submission end date, Read as 22.06.2026 at 11.00 Hrs. in place of 10.06.2026 at 11:00 Hrs. & Sl. No.6. Technical Bid opening date, Read as 24.06.2026 at 11.00 Hrs. in place of 12.06.2026 at 11:00 Hrs. vide Tender ID : **2026_WBPWD_5014354_1.** Bid submission end date: 22.06.2026 at 11.00 Hrs. Sd/- ACE (Mech.), RBRI, P.W(Roads)Dte.
ICA- T9881(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE, PWDte, Bishnupur Electrical Sub-Division invites online e-tender for the work of (1) "Upkeepment & Maintenance of Electrical Installation (Regular/Periodical Maintenance as well as Preventive and Corrective Maintenance) at Sumangalam Home for Boys, Bishnupur under. For the year of 25-26_SITC of split AC machine at the Office of the Superintendent." NIQ No: WBPWDTE/AE/BESD/e-NIQ 02 of 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5015272_1. Bid Submission End Date: 22-Jun-2026 12:30 PM. Corrigendum if any will be published in website. only Details of NIT/NIQ and Tender documents may be downloaded From http://wbtenders.gov.in Sd/- AE/BESD, PWD, GOVT. OF WB.
ICA- T9883(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works: "Installation of New lifts replacing the old lifts in Mayukh Bhawan, Saltlake, Kolkata-91-Electrical Installation Work." Tender No: WBPWD/AE/NEESD/e-NIT-03/26-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5015212_1. Document Download Closing Date: 23.06.2026 upto 15.00 Hrs. Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD, North East Electrical Sub-Division.
ICA- T9884(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
1st CORRIGENDUM
The following changes of the **e-N.I.T. No. 03 of 2026-27 of S.E., Western Circle-I, P.W.Dte.** has been made due to unavoidable circumstances. **3)** Date of Document Download End/Sale End, in place of **09.06.2026 upto 01:00 P.M. to be read as 17.06.2026 upto 01:00 P.M. 6)** Bid Submission End Date, in place of **09.06.2026 upto 01:00 P.M. to be read as 17.06.2026 upto 01:00 P.M.** 7) Date of Opening of Technical proposal at office of the Superintending Engineer, Western Circle-I, in place of **11.06.2026 at 01:00 P.M.** to be read as 19.06.2026 at 01:00 P.M. Tender Id : 2026_WBPWD_50 13886_1. Detail information may be had from the Website : **https://tenders.wb .gov.in** Sd/- S.E.W.C.-I, P.W.D.
ICA- T9862(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer-I, P.W. Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of (1) Annual comprehensive servicing and preventive maintenance of 1.5TR, 2.0TR, 3.0TR, 4.0TR. Split & Concealed Split, Cassette AC Machines at The Calcutta Homoeopathic Medical College and Hospital for one year. vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-11/26-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5015238_1. Bid submission end date (online) for the job is 23/06/2026 upto 14:00 P.M. Detail Information/download/upload will be available from the website : **http://etender.wb.nic.in**, **http://wbtenders.gov.in** & **http://pwdwb.in** Sd/- Executive Engineer-I, Central Kolkata Health Electrical Division, P.W. Dte.
ICA- T9860(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

আন্তরিক অভিনন্দনাঞ্জলি!

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র

ভারতের সর্বাধিক কাল যাবৎ সেবারত নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী পদে

আসীন হওয়ার এই ঐতিহাসিক লগ্নে

মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজী -কে

জানাই অনন্ত অভিনন্দন ও অনন্ত শুভকামনা।

দৃঢ় সংকল্পে রচেছেন যিনি এক অভিনব ইতিহাস,
অক্লান্ত শ্রমে ছড়ালেন তাঁর সমুজ্জ্বল উদ্ভাস।
সব প্রতিকূলতা সম্ভাবনায় করেন তিনি রূপান্তর,
নব উন্নয়নের মহাকাব্য রচেছেন নিরন্তর।।

অগণিত মানুষের আশার তিনি আজ সুদৃঢ় আধার,
বিশ্বের মঞ্চে হয়ে উঠেছেন সমুজ্জ্বল এক দ্বার।
বিকশিত আর বৈভবশালী ভারত গড়ার ব্রতে,
এগিয়ে চলেছেন অবিরাম তিনি নব কল্যাণের পথে।।

রাষ্ট্রের হিত যাঁর কাছে সদা পরম পূণ্য ধর্ম,
জনতার সেবা যাঁর জীবনের মহত্তম এক কর্ম।
মা ভারতীর গৌরবের এই অমর বিজয়গাথা,
চিরঞ্জীবী হয়ে যুগে যুগে যেন উচ্চে রাখেন মাথা।।

জৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী মহাসভা

৩. পর্তুগিজ চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

আচার্য মহাপ্রজ্ঞ মহাশ্রমণ এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন

২২১৯, স্ট্রিট নম্বর ৩৩৩৩, প্লট নম্বর-৩এ, অ্যাকশন এরিয়া-৩, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৬০